মৃত্যুকে স্মরণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মৃত্যুকে স্মরণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

মৃত্যুকে স্মরণ

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৮১

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবা : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ذكر الموت

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

শা'বান ১৪৩৯ হি./বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/এপ্রিল ২০১৮ খৃ.

২য় প্রকাশ

জুমাদাল উলা ১৪৪০ হি./পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/জানুয়ারী ২০১৯ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

Mrittuke Sharan by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

(كلمة الناشر)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

‘মৃত্যুকে স্মরণ’ নিবন্ধটি মাননীয় লেখকের নিয়মিত কলাম ‘দরসে হাদীছে’ প্রথম প্রকাশিত হয় আত-তাহরীক মে’১৬, ১৯/৮ সংখ্যায়। বর্তমানে সেটিকে লেখক কর্তৃক পরিমার্জনা শেষে বই আকারে প্রকাশ করা হ’ল। লেখাটি খুবই হৃদয়স্পর্শী। আশা করি এটা কঠিন হৃদয়কে বিগলিত করবে। নিষ্ঠুর মানুষকে দরদী করবে। আত্মভোলা মানুষকে আখেরাতের পথে পরিচালিত করবে। লেখাটি পাঠ করে যদি কোন উদ্ধত মানুষ অবনত হয় এবং পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ এটিকে মাননীয় লেখকের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে কবুল করুন এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

বর্তমান ২য় সংস্করণে আলোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বইয়ের কলেবর ৫৬ থেকে ৮০ পৃষ্ঠা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশক

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
وَّإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ-

‘প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*।

بسم الله الرحمن الرحيم

মৃত্যুকে স্মরণ

হাসি-কান্নার এ পৃথিবী থেকে কেউ বিদায় হ'তে চায় না। কিন্তু বিদায় হ'তেই হবে। প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এ কথা সবাই বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা সেটা ভুলে যাই। আর তখনই শয়তান আমাদেরকে বিপথে নেয়। তাই নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং অন্যকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। স্বয়ং আল্লাহ তার শেষনবীকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছে বলা হয়েছে।-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَآءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ-

অনুবাদ : সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জিব্রীল এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যতদিন খুশী জীবন যাপন করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। যার সাথে খুশী বন্ধুত্ব করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি তাকে ছেড়ে যাবেন। যা খুশী কাজ করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি তার ফলাফল পাবেন। জেনে রাখুন, মুমিনের মর্যাদা হ'ল ইবাদতে রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হ'ল মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে'।[১] অন্যদিকে আল্লাহ সরাসরি স্বীয় নবীকে বলেন, -إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*।

বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে আল্লাহ নিজে এবং জিব্রীলকে পাঠিয়ে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অতএব মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দু'টিই মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা দুনিয়ায় লিপ্ত মানুষ মৃত্যুকে ভুলে যায়। এই ফাঁকে শয়তান তাকে দিয়ে অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়। একারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, -أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'তোমরা

১. হাকেম হা/৭৯২১; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩১।

স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটির কথা বেশী বেশী স্মরণ কর'।[২] অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যাতে দুনিয়ার আকর্ষণ হ্রাস পায় এবং আল্লাহ্র প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে তার দীদার লাভের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

রূহ কি?

রূহ বা আত্মা কেমন বস্তু এর উত্তর মানুষের কাছে নেই। তাই মুশরিকদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً– 'আর ওরা তোমাকে প্রশ্ন করছে 'রূহ' সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ মাত্র। আর এ বিষয়ে তোমাদের অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮৫)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার কুরায়েশ নেতারা ইহূদী পণ্ডিতদের বলল, তোমরা আমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দাও, যেটা আমরা এই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করব (এবং সে জবাব দিতে পারবে না)। তখন তারা বলল, তোমরা তাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। সেমতে তারা জিজ্ঞেস করল। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়' *(আহমাদ হা/২৩০৯ সনদ ছহীহ)*।

'অতি সামান্যই জ্ঞান' বলতে আল্লাহ্র মহাসৃষ্টির তুলনায় তোমাদের রূহ সম্পর্কিত জ্ঞান যৎসামান্যই। আর তা হ'ল মানুষের চেতনা ও অনুভূতি শক্তি। এটি রূহের বাহ্যিক স্বরূপ মাত্র। যা দেখে বুঝা যায় যে, মানুষটি বেঁচে আছে। প্রকৃত রূহের আকার ও অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানেনা। এটি জানার ক্ষমতা বা অধিকার কোনটাই মানুষকে আল্লাহ দেননি। এটি অদৃশ্য বিষয়। আর অদৃশ্যের চাবিকাঠি কেবল আল্লাহ্রই হাতে। যেমন তিনি বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَـــآ اِلاَّ هُـــوَ، 'আর তাঁর নিকটেই রয়েছে অদৃশ্য জ্ঞানের চাবিকাঠি সমূহ। যা তিনি ব্যতীত কেউ জানেনা' *(আন'আম ৬/৫৯)*। তিনি যখন কিছু করতে চান, তখনই তাঁর নির্দেশমতে তা হয়ে যায় এবং তা দৃশ্যমান কিংবা অনুভূতির জগতে চলে আসে।

মানুষ আজও তার দেহে বাস করা নিজ আত্মার সন্ধান পায়নি। তাকে দেখতে পায়নি, ছুঁতে পারেনি বা ধরতে পারেনি। অথচ এই অদৃশ্য বস্তুটিকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। মানুষ নিজের আত্মাকে না দেখে বিশ্বাস করে।

---

২. তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; নাসাঈ হা/১৮২৪; মিশকাত হা/১৬০৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

অথচ সে নিজের ও নিজের আত্মার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। জন্মের আগে মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না *(দাহর ৭৬/১)*। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, তিনিই আমাদের জীবনের পরিচালক ও কর্মবিধায়ক। এ বিশ্বাসটুকু আনার মত স্বল্প জ্ঞানও অনেকের মধ্যে নেই। সে তার আত্মার খবর কি করে জানবে? কিভাবে জানবে তার জীবন ও মৃত্যুর রহস্য? কিভাবে জানবে তার পুনরুত্থানের খবর? অথচ তার প্রতিদিনের ঘুমে ও জাগরণে সর্বদা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের খেলা চলছে। তার নিদ্রা যদি চিরনিদ্রায় পরিণত হয়, সেটাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা তার নেই *(যুমার ৩৯/৪২; ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৮৩-৮৭)*। সে কি জানে যে, তার দেহের লোহিত রক্ত কণিকা (Red corpuscle) প্রতি চার মাসে এবং শ্বেত কণিকা (White corpuscle) প্রতি সপ্তাহে মারা যাচ্ছে ও তার পুনর্জন্ম হচ্ছে?

যে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা অহংকার করি, সেই বিজ্ঞানের সত্যকে কোন বিজ্ঞানীই অভ্রান্ত বলেননি। বরং তার সবকিছুই অনুমিতি ও ধারণা নির্ভর। ধোঁয়া দেখে যেমন আগুনের ধারণা করা হয়, গ্যাসের বুদ্বুদ দেখে তেমনি তারা গ্যাস কূপ খনন করেন। অতঃপর ভূগর্ভের বহু নীচে গিয়ে কখনও গ্যাস পান, কখনও না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। সেকারণ বিজ্ঞানীদের সকলেই বলেছেন, Science gives us but a partial knowledge of reality ‘বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়’। তারা বলেন, ‘আমরা কতিপয় বাহ্য প্রকাশকে দেখি মাত্র, মূল বস্তুকে দেখি না’। নিঃসন্দেহে সেই মূল সত্তাই হলেন ‘আল্লাহ’। যিনি অদৃশ্যে থেকে সকল সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন। –إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ قَــدِيرٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী’ *(বাক্বারাহ ২/২০; হূদ ১১/৪ প্রভৃতি)*।

আল্লাহ, মৃত্যু ও পরকালকে অস্বীকারকারী এযুগের অদ্বিতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (১৯৪২-২০১৮ খৃ.)-এর ধারণা মতে ‘মানুষের মৃত্যু হ’ল তার মস্তিষ্কের মৃত্যু’। যা একটি কম্পিউটারের মত। যখনই এর উপকরণ সমূহ কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তখনই এটি থেমে যায়। কম্পিউটার ভেঙ্গে গেলে যেমন তার স্বর্গ বা পরকাল বলে কিছুই থাকেনা, মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। অতএব পরকালের ঘটনাবলী একটি ‘রূপকথার গল্প’ (Fairy story) মাত্র। তিনি ২০১১ সালে বলেছিলেন, আমরা চিন্তার ক্ষেত্রে

স্বাধীন। কোন স্রষ্টা নেই। কেউ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনি। কেউ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে না। সম্ভবতঃ নেই কোন জান্নাত, নেই কোন পরকাল। তাই আমাদের মহাবিশ্বের মহান নকশার কদর করতে হবে। আমি এই জীবন পেয়ে কৃতজ্ঞ' *(আত-তাহরীক জুন'১৮, ২১/৯ সংখ্যা)*। হকিং কিন্তু বলেননি, তিনি তার জীবন কিভাবে পেলেন। তার মস্তিষ্কের কম্পিউটার কে সৃষ্টি করল ও কে থামিয়ে দিল বা ভেঙ্গে দিল। তার দেহটি ১৯৬২ সাল থেকে কেন নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল? সেসময় ২০ বছর বয়সের তরুণ হকিং-কে তার চিকিৎসকদের বেঁধে দেওয়া দু'বছরের জীবন পেরিয়ে পরবর্তী ৫৬ বছর বাঁচিয়ে রাখল কে? গত ১৪ই মার্চ'১৮ বুধবার মৃত্যুবরণকারী 'এযুগের 'আইনস্টাইন'[৩] খ্যাত স্টিফেন হকিং জীবিত থাকতে এসবের কোন উত্তর দিয়ে যাননি। তার ভক্তরাও দিতে পারেননি। পারবেনও না কোনদিন।

দেড় হাযার বছর পূর্বে এর উত্তর পাঠিয়েছেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُـــونُ– 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। এখন অবিশ্বাসীরা হাযার চেষ্টা করলেও হারানো রূহকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

আল্লাহ বলেন, فَلَوْلآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ– وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ– وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَّ تُبْصِرُونَ– فَلَوْلآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ– تَرْجِعُونَهَـــآ إِنْ كُنْـــتُمْ صَـــادِقِينَ– 'বেশ তাহ'লে কেন তোমরা ফিরাতে পারো না যখন তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়?' *(৮৩)* 'আর তখন তোমরা কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ' *(৮৪)*। 'অথচ আমরা তোমাদের চাইতে তার অধিক

---

৩. আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খৃ.) স্পষ্টভাবেই বলে গিয়েছেন, Religion without science is blind and Science without religion is lame. 'বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু' *(Albert Einstein, Religion and Science, New York Times Magazine, November 9, 1930, pp 1-4.)*। এ বিষয়ে আরও পাঠ করুন! 'হকিং-এর পরকাল তত্ত্ব' *(আত-তাহরীক, ১৪/৯ সংখ্যা, জুন ২০১১; দিগদর্শন ২/১৬-১৯ পৃ.)*।

নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা' *(৮৫)*। 'বেশ যদি তোমরা এগুলি মান্যকারী না হও' *(৮৬)*। 'তাহ'লে তোমরা রূহটিকে ফিরিয়ে নাও যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৩-৮৭)*।

হায়াত ও মউত সৃষ্টির উদ্দেশ্য :

আল্লাহ বলেন, اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُــورُ– 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে? আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুল্ক ৬৭/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَــبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِــيَ اللهَ– 'যখন তোমাদের কেউ তার ইসলামকে সুন্দরভাবে পালন করে, তখন তার প্রতিটি সৎকর্ম যা সে করে, তার দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ পর্যন্ত ছওয়াব লেখা হয়। আর তার প্রতিটি অসৎকর্ম যা সে করে, তার অনুরূপই (অর্থাৎ একগুণ) লেখা হয়, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে'।[৪]

বস্তুতঃ আল্লাহ্র দাসত্বের মাধ্যমেই কেবল সুন্দরতম আমল করা সম্ভব। কারণ মানুষ তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে বান্দার চিরন্তন কল্যাণ। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে রয়েছে বান্দার স্থায়ী অকল্যাণ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا : وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ– 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অস্বীকার করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতে যেতে কে অস্বীকার করে হে আল্লাহ্র রাসূল?

৪. বুখারী হা/৪২; মুসলিম হা/১২৯; মিশকাত হা/৪৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে ব্যক্তি অস্বীকার করল'।[৫]

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য :

আল্লাহ্র দাসত্বের জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ– 'আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

আল্লাহ্র দাসত্বের সুফল :

আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষ সমানাধিকার ভোগ করে। তাঁর দাসত্ব করলে ও তাঁর বিধান মেনে চললে পৃথিবী শান্তি ও সুখে ভরে যাবে। মানুষ সর্বদা সচ্ছলতার মধ্যে বসবাস করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

আল্লাহ্র দাসত্ব না করার পরিণতি :

আল্লাহ্র দাসত্ব ছাড়লে মানুষ শয়তানের দাসত্ব করবে। যেমন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ– 'হে আদম সন্তান! আমি কি (নবীদের মাধ্যমে) তোমাদের নিকট উপদেশ পাঠাইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য দুশমন' *(ইয়াসীন ৩৬/৬০)*। আর শয়তান কখনো প্রকাশ্যভাবে নিজের রূপে আসে না। বরং সে মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে খটকা ও অবিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে আসে। যেমন আল্লাহ

৫. বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত, আলবানী হা/১৪৩; রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)।

বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً- 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে? *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। সে কখনো মানুষের রূপ ধরে আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ- 'এভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে নিযুক্ত করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথা দ্বারা প্ররোচনা দেয়। যদি তোমার প্রভু চাইতেন, তাহ'লে তারা এটা করতে পারতো না। অতএব তুমি ওদেরকে ও ওদের মিথ্যা অপবাদ সমূহকে ছেড়ে চল' *(আন'আম ৬/১১২)*। সেকারণ সূরা নাস-এর শেষে বলা হয়েছে, مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ- 'জিন ও ইনসানের খটকার অনিষ্টকারিতা হ'তে' হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(নাস ১১৪/৬)*।

ধ্বংসের নায়কদের চরিত্র :

পৃথিবীতে যারা ধ্বংসের নায়ক তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে 'রব' হিসাবে স্বীকার করে। কিন্তু তারা তার বিধান মানে না। আল্লাহ যখন ইবলীসকে লা'নত করে জান্নাত থেকে চিরদিনের মত বহিষ্কার করলেন, তখন সে আল্লাহ্কে 'রব' হিসাবেই সম্বোধন করে প্রার্থনা করেছিল, قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ- 'সে বলল, হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন' *(হিজর ১৫/৩৬; ছোয়াদ ৩৮/৭৯)*। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বলল, رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ- إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ- 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব'। 'তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৩৯-৪০; ছোয়াদ ৩৮/৮২-৮৩)*।

আল্লাহ তাকে বললেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ- 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৪২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ- 'নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্ত প্রবাহের ন্যায় বিচরণ করে থাকে'।[৬] আলেম, জাহিল, আবেদ, ধর্মনেতা, সমাজনেতা সকলকে শয়তান একইভাবে ধোঁকা দেয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : وَإِيَّايَ، وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ- 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সঙ্গে তার একজন জিন সহচর ও একজন ফেরেশতা সহচর নিযুক্ত করা হয়নি'। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার সাথেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে ভাল ব্যতীত (মন্দ কাজের) আদেশ দেয় না'।[৭] অতএব মানুষ ও জিন দুশমন থেকে সাবধান!

পরীক্ষায় জিততে হবে :

ইবলীস জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হ'লেও মানুষের বেশ ধরে অথবা মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও তাকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ ইবলীসকে দিয়েছিলেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। অতএব শয়তানের ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকালে ও পরকালে সে ব্যর্থকাম হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً، وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ

৬. বুখারী হা/২০৩৫; মুসলিম হা/২১৭৪; মিশকাত হা/৬৮; রাবী হযরত ছাফিইয়াহ ও আনাস (রাঃ)।
৭. মুসলিম হা/২৮১৪; মিশকাত হা/৬৭; রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

Contents

–عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন’। ‘আর তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এসে যাওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহ’লে জেনে রেখ যে, আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(বাক্বারাহ ২/২০৮-৯)*। মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের সিজদা করা ও ইবলীসের সিজদা না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যেন প্রতি পদে পদে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে *(দ্র. নবীদের কাহিনী ১/১৮)*।

বর্তমান পৃথিবীতে যাবতীয় অশান্তির মূলে রয়েছে আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের দাসত্ব। যেকারণে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র প্রতিনিয়ত হানাহানি-কাটাকাটির বিস্তার ঘটছে। আল্লাহ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– ‘স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কিছু স্বাদ আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (তওবা করে আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে’ *(রূম ৩০/৪১)*। অতএব দুনিয়াতে বিপর্যয় ও অশান্তি থেকে বাঁচতে গেলে ও পরকালে জান্নাত পেতে চাইলে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান মেনে চলতে হবে এবং যে কোন মূল্যে শয়তানী ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে হবে।

জীবনের সফরসূচী :

মানব জীবনের সফরসূচী শুরু হয় আল্লাহ্র নিকট থেকে মায়ের গর্ভে আসার মধ্য দিয়ে। এটা হ’ল তার সফরের প্রথম মনযিল। এখানে সাধারণতঃ ৯ মাস ১০ দিন থাকার পর ভূমিষ্ট হয়ে সে দুনিয়াতে আসে। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় ১২০ দিনের মাথায় সেখানে তার তাক্বদীর লিখে দেওয়া হয়। তার ‘আজাল’ (আয়ুষ্কাল), ‘আমল’ (কর্ম তৎপরতা), ‘রিযিক’ এবং সে ‘হতভাগ্য’ (জাহান্নামী) হবে, না ‘সৌভাগ্যবান’ (জান্নাতী) হবে। অতঃপর তার দেহে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়’।[৮] যেভাবে ঔষধ প্রস্তুত শেষে

৮. বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

প্যাকেটের উপর লিখে দেওয়া হয় তার মেয়াদ কাল, তার ক্রিয়া, ব্যবহারের নিয়মাবলী এবং তার ফলাফল। এটা হ'ল দ্বিতীয় মনযিল বা 'দারুদ্দুনিয়া'। এখানে সে কমবেশী ৭০ বছর অবস্থান করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَّجُوزُ ذَلِكَ– 'আমার উম্মতের গড় আয়ু ষাট থেকে সত্তুর বছরের মধ্যে হবে। খুব কম সংখ্যকই তা অতিক্রম করবে'।[৯]

মানুষের জীবন চারটি স্তরে বিভক্ত : (ক) শৈশবের দুর্বলতা (১-১৬ বছর)। (খ) যৌবনের শক্তিমত্তা (১৬-৪০ বছর)। (গ) প্রৌঢ়ত্বের পূর্ণতা (৪০-৬০ বছর) এবং (ঘ) বার্ধক্যের দুর্বলতা (৬০-৭০ বছর)। অতঃপর নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মৃত্যু ও কবরে গমন।[১০] এটা হ'ল তৃতীয় মনযিল বা 'দারুল বারযাখ' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। এখান থেকে তার আখেরাতের সফর শুরু হয়। যা শেষ হবে ক্বিয়ামতের দিন। কবর হবে তার জন্য জান্নাতের বিছানা অথবা জাহান্নামের অগ্নিসজ্জা'।[১১]

মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায় নেই (لا مَناصَ من الموت) :

দুনিয়ার পাগলেরা সুদৃঢ় ও সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করে। অথচ তাকে চলে যেতে হবে সব ছেড়ে মাটির গর্তে। যেখানে তার নীচে-উপরে ও ডাইনে-বামে থাকবে স্রেফ মাটি আর মাটি। যা থেকে সে সারা জীবন গা বাঁচিয়ে চলেছে। আল্লাহ বলেন, أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ– 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। এমনকি যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গেও অবস্থান কর' *(নিসা ৪/৭৮)*।

তিনি বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ– 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমাদের নিকটে প্রত্যাবর্তিত

---

৯. তিরমিযী হা/৩৫৫০; ইবনু মাজাহ হা/৪২৩৬; মিশকাত হা/৫২৮০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১০. এজন্য ছবিসহ দেখুন ও বাড়ীতে টাঙিয়ে রাখুন, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত দেওয়ালপত্র: হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর!! নিম্নে তোমার জীবনের সফরসূচী দেখে নাও!
১১. আবুদাউদ হা/৪৭৫৩; আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৩১, রাবী বারা বিন 'আযেব (রাঃ)।

হবে’ *(আনকাবূত ২৯/৫৭)*। তিনি আরও বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَّإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ– ‘প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*।

প্রাণী মাত্রই মৃত্যুবরণ করবে। জন্ম ও মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দু’টির কোনটিরই ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। আল্লাহ্‌র হুকুমেই জন্ম হয়। আল্লাহ্‌র হুকুমেই মৃত্যু হয়। কখন হবে, কোথায় হবে, কিভাবে হবে, তা কারো জানা নেই। জীবনের সুইচ তাঁরই হাতে, যিনি জীবন দান করেছেন। অতঃপর জীবনদাতার সামনে হাযিরা দিয়ে জীবনের পূর্ণ হিসাব পেশ করতে হবে। হিসাব শেষে জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে ও সেখানেই চিরকাল শান্তিতে বসবাস করবে অথবা শাস্তি ভোগ করবে। দুনিয়ার এ চাকচিক্যে আমরা পরকালকে ভুলে যাই। অথচ নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষে আমাদের সেখানে যেতেই হবে। কেউ আমাদের জগত সংসারে ধরে রাখতে পারবে না।

কবি বলেন,

أَلَآ يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلَّى + سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيْبٍ فِى التُّرَابِ

قَلِيْلٌ عُمْرُنَا فِي دَارِ دُنْيَا + وَمَرْجَعُنَا إِلَى بَيْتِ التُّرَابِ

(১) ‘শোন হে সুউচ্চ প্রাসাদের অধিবাসী! + সত্বর তুমি দাফন হবে মাটিতে’। (২) ‘ইহকালে আমরা আমাদের জীবনের অল্প সময়ই কাটিয়ে থাকি + আর আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হ’ল মাটির ঘরে (কবরে)’।

মৃত্যুকাল পূর্ব নির্ধারিত :

(১) আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً، ‘আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সেজন্য একটা নির্ধারিত সময়কাল রয়েছে...’ *(আলে ইমরান ৩/১৪৫)*। (২) তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ– ‘নিশ্চয়

Contents

আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লোকমান ৩১/৩৪)*। (৩) তিনি আরও বলেন, ...فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ– '...অতঃপর যখন তাদের সময়কাল এসে যাবে, তখন তারা সেখান থেকে এক মুহূর্ত পিছাতেও পারবেনা, আগাতেও পারবে না' *(নাহল ১৬/৬১)*।

(৪) স্বীয় কওমের প্রতি নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ– أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ– يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'সে বলল, হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী' *(২)*। 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর' *(৩)*। 'তাহ'লে তিনি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন ও নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়কাল যখন এসে যাবে, তখন আর অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে' *(নূহ ৭১/২-৪)*। অর্থাৎ তোমাদেরকে গযবে ধ্বংস না করে তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুকাল অবধি দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হবে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, স্বাভাবিক মৃত্যুকালের আগেও আল্লাহ মানুষকে মারতে পারেন যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারি ইত্যাদি নানা কারণে এবং সেটাও তার তাক্বদীরে পূর্বেই লিপিবদ্ধ থাকে। এ কারণেই হাদীছে এসেছে, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَفِعْلُ الْمَعْرُوْفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ– 'গোপনে ছাদাক্বা আল্লাহ্র ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়। আত্মীয়তার সুসম্পর্ক মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে। সৎকর্ম মানুষকে মন্দ পতন থেকে রক্ষা করে'।[১২] অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যুকাল অবধি তার আয়ু প্রলম্বিত হয়' *(মর্মার্থ : তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

১২. বায়হাক্বী শো'আব হা/৩৪৪২; ছহীহুল জামে' হা/ ৩৭৬০, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

স্বাভাবিক মৃত্যুতে কেউ শাস্তি পায় না। কিন্তু কাউকে হত্যা করলে সে শাস্তি পায় একারণে যে, সে স্বাভাবিক মৃত্যুতে বাধা দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ কা'ব আল-আহবার (৭২ হি. পূ.-৩২ হি.) বলেন, যদি আল্লাহ ফেরেশতা নিয়োগ করে তোমাদের পাহারার ব্যবস্থা না করতেন, তাহ'লে শয়তান জিনেরা তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যেত' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা রা'দ ১১ আয়াত)*। অবশ্য যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে কষ্টে নিক্ষেপ করেন, তখন এই রক্ষা ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যেমন একদিন হযরত আলী (রাঃ) একাকী ছালাত আদায় করছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, আপনি পাহারা নিযুক্ত করুন। জবাবে আলী (রাঃ) বললেন, প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশতা থাকে, যারা তাকে হেফাযত করে। فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ 'কিন্তু যখন তাক্বদীর এসে যায়, তখন তারা উভয়ের মাঝ থেকে সরে যায়' *(ঐ)*।

অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, বান্দা তার হেফাযতের জন্য কোন ব্যবস্থা নিবে না। বরং বান্দাকে সে নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন *(আনফাল ৮/৬০)* এবং রাসূল (ছাঃ) নিজের ও নিজ উম্মতের জন্য সে ব্যবস্থা নিয়েছেন। বস্তুতঃ নবীজীবনের সকল যুদ্ধ ও জিহাদ দ্বীন ও দ্বীনদারদের হেফাযতের জন্যই হয়েছিল।

জান্নাত-জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী (الجنة و النار محتوم) :

মুসলিমগণ কুরআন ও হাদীছের অভ্রান্ত বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাওয়া এবং সেখানে হিসাব শেষে জান্নাত বা জাহান্নামের অধিকারী হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন। কেননা আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ– 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

আখেরাত (الآخرة) :

প্রত্যেক মানুষ এ বিষয়ে একমত যে, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। যারা নাস্তিক, তারা মনে করেন মৃত্যুই তাদের শেষ পরিণতি। তারা পরকালে বিশ্বাস করেন না। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মানুষ যারা পরকালে বিশ্বাস করেন, তারাও দুই ভাগে বিভক্ত। একদল তাদের বানোয়াট ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে নানাবিধ কল্পনা করেন। যেমন হিন্দুরা জন্মান্তরবাদ ও বৌদ্ধরা নির্বাণবাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করেন। এ যুগের খৃষ্টানরা ধারণা করেন যে, তাদের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। অতএব খৃষ্টান হ'লে সে বিনা হিসাবে জান্নাত পাবে। যা মুসলমানদের তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মূল তাওরাত-ইঞ্জীল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে তাদের আক্বীদায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের *(তওবা ৯/৩০-৩১)* ও সেই সাথে বৈরাগ্যবাদের। যার নির্দেশ আল্লাহ তাদের দেননি *(হাদীদ ৫৭/২৭)*। তাছাড়া নিজেদের কিতাবে আল্লাহ্র নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে ঈমান আনেনি। বরং সর্বাত্মক বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ্র 'অভিশপ্ত' ও 'পথভ্রষ্ট' হিসাবে অভিহিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৯৫৪; সূরা ফাতিহা ৭ আয়াত)*।

দেড় হাযার বছর পূর্বে নুযূলে কুরআনের যুগে আরবের নাস্তিকরা বলত, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ– 'আর তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। কালের আবর্তনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা স্রেফ ধারণা ভিত্তিক কথা বলে' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। তাদের বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ– 'যখন

বলা হয়, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং ক্বিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক, আমরা জানি না ক্বিয়ামত কি? আমরা স্রেফ ধারণা করি মাত্র। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী নই' *(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)*। এমনকি তারা বলত, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ– 'যখন আমরা মরে যাব ও মাটি হয়ে যাব (অতঃপর পুনরুত্থিত হব) সেটাতো দূরতম বিষয়' *(ক্বা-ফ ৫০/৩)*।

বস্তুতঃ নবীগণের দর্শন ব্যতীত অন্যদের দর্শনে পার্থিব জীবনই সবকিছু। পরকালীন জীবন বলে কিছু নেই। যেমন প্লেটো (খৃ. পূ. ৪২৮-৩৪৮) ও এরিষ্টটলের (খৃ. পূ. ৩৮৪-৩২২) দর্শনে পরজগত বলে কিছু নেই। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ পরম সত্তার মধ্যে লীন হয়ে যাবে। এই অদ্বৈতবাদী (Monotheistic) দর্শনের ফলে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর আগেকার ইউরোপীয়রা সংসার বিরাগী অথবা চরম বস্তুবাদী হয়ে যায়। কেননা মরার পরেই যখন সব শেষ, তখন মানুষ যা খুশী তাই করবে।

ভারতীয়দের মধ্যেও এই নাস্তিক্যবাদী প্লেটোনিক দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটে। তাদের মতে ইহ জীবনে যদি কেউ পাপকর্ম করে, তাহ'লে তাকে পরজন্মে পশু-পক্ষী, গাছ-পাথর ইত্যাদি যেকোন রূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে। এটাই হ'ল জন্মান্তরবাদ। যতদিন তার পাপ স্খলন না হবে, ততদিন তাকে জন্মান্তরের বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে হবে। আর যদি সে মুক্তি পাওয়ার মত কোন সৎকর্ম করে, তাহ'লে সে ব্রহ্মায় অর্থাৎ পরম সত্তায় লীন হয়ে যাবে। কেননা তাদের মতে সকল জীবাত্মা ভগবানের অংশ বিশেষ'। মুসলমান নামধারী মা'রেফতী পীর-ফকীরদের মধ্যে যে কবরপূজা, ফানাফিল্লাহ, বাক্বাবিল্লাহ, 'যত কল্লা তত আল্লাহ' ইত্যাদি ভ্রান্ত আক্বীদার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তা ঐসব কুফরী দর্শন থেকে অনুপ্রবেশ করেছে।

একবার আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) জনৈক ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেন। লোকটি যাবার সময় তাঁকে দো'আ করল যে, 'মৃত্যুর পরে আপনার আত্মা যেন পরমাত্মার দয়ার সাগরে মিশে যায়'। ইকবাল তাকে ডেকে বললেন, 'বরং তুমি এই দো'আ কর যে, ইকবালের আত্মা যেন বৃষ্টি বিন্দুর ন্যায় মহাসাগরে বিলীন না হয়ে তার উপরে মুক্তার ন্যায় ভেসে থাকে'।

এর দ্বারা আল্লামা ইকবাল মা'রেফতী ছূফীদের প্রচারিত অদ্বৈতবাদী ভ্রান্ত আক্বীদার প্রতিবাদ করেছেন। যারা বলে যে, 'সকল সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার

অংশ। আহাদ ও আহমাদের মধ্যে মীমের একটি পর্দা ব্যতীত কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ নিরাকার। তিনি সবার মধ্যে সর্বত্র বিরাজমান'। অথচ কুরআন বলছে, আল্লাহ্র তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি আরশে সমুন্নীত' *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত।

হিন্দু দর্শনের ন্যায় বৌদ্ধ দর্শনেও পরকাল বলে কিছু নেই। সেখানে জীবন যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য 'নির্বাণ' অর্থাৎ মহাপ্রস্থান কামনা করা হয়েছে। যার পর কোন প্রত্যাবর্তন নেই। বস্তুতঃ এটা হ'ল জীবন থেকে পলায়নের দর্শন। এ দর্শনে মৃত্যুর পর মানুষের আর কিছুই চাওয়া-পাওয়ার নেই। ফলে গ্রীক দর্শন, বেদান্ত দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি ধর্মদর্শন গুলি মানুষকে তার জীবনবোধ সম্পর্কে গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে।

এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ইসলামে আখেরাত বিশ্বাসকে অপরিহার্য করা হয়েছে। যেখানে সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে জান্নাত এবং অসৎকর্মের শাস্তি হিসাবে জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী। যদি না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। এর ফলে মযলূম আশান্বিত হবে এবং যালেম নিরাশ হবে। পরকালে উত্তম ফলাফলের আশায় মযলূম আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পাবে এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ে এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে যালেম লজ্জিত হয়ে তওবা করবে এবং আল্লাহ্র পথে ফিরে আসবে, যদি আল্লাহ চান। অতএব আল্লাহভীরুতা ও আখেরাত বিশ্বাসের ফলেই কেবল সমাজ ও সংসারে সত্যিকারের শান্তি ও অগ্রগতি সম্ভব, নাস্তিক্যবাদে নয়। কারণ সেখানে রয়েছে কেবলই হতাশা ও নৈরাশ্য।

আখেরাত বিশ্বাসই মানবতার রক্ষাকবচ :

শুধুমাত্র মানবিক মূল্যবোধ মানুষের মানবতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনা, যতক্ষণ না তার মধ্যে জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আকাংখা সৃষ্টি হয়। অতএব আখেরাতে বিশ্বাস ব্যতীত মানবতা কখনোই টেকসই হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন, إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ– 'তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতঃপর যারা

আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী' *(নাহল ১৬/২২)*। তিনি বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করো না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত' *(নিসা ৪/১৩৫)*।[১৩] অতএব গ্রীক দেবী থেমিসের মূর্তি সামনে রেখে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকরা কখনোই সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার করতে পারবেন না, যতক্ষণ না তারা আখেরাতে জওয়াবদিহিতায় বিশ্বাসী হবেন।

এ সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর সেরা ও প্রিয় সৃষ্টি মানুষের জন্য *(লোকমান ৩১/২০)*। অথচ গড়ে মাত্র একশ' বছরের মধ্যেই মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। যার মধ্যে যালেম যুলুম করেও প্রশংসা পাচ্ছে। অন্যদিকে মযলূম অত্যাচারিত হয়েও বদনামগ্রস্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। তাহ'লে যালেমের যুলুমের শাস্তি এবং মযলূমের যথাযথ পুরস্কার পাবার পথ কি? সেটারই জওয়াব হ'ল আখেরাত বা পরকাল। মৃত্যুর পরেই

---

১৩. যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা ১৬৩৬ খৃ.)-এর আইন বিভাগের গ্রন্থাগারের প্রবেশমুখে ন্যায়বিচারের উদাহরণ হিসেবে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৩৫ আয়াতটি ইস্পাতের সাইনবোর্ডে খোদাই করে লিপিবদ্ধ রয়েছে *(দৈনিক ইনকিলাব ৬ই জানুয়ারী ২০২০ পৃ. ৬)*। অথচ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে ২০১৬ সালের শেষ দিকে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসাবে গ্রীক দেবী থেমিসের আদলে গড়া ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সেটি পরে এনেক্স ভবনের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়।

যার সূচনা হয় এবং শেষ বিচারের দিন যা চূড়ান্ত হয়। অতঃপর যালেম জাহান্নামী হয়ে তার যথাযোগ্য শাস্তি পাবে এবং মযলূম ঈমানদার জান্নাতী হয়ে তার যোগ্য প্রতিদান পেয়ে ধন্য হবে।

আল্লাহ্‌র হুকুমে যে রূহ মায়ের গর্ভে প্রেরিত হয়। তাঁরই হুকুমে সে রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যায় এবং ক্বিয়ামতের দিন তা পুনরায় স্ব স্ব দেহে যুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিচারের জন্য নীত হয়। অতঃপর সে হয় জান্নাতী হবে, নয় জাহান্নামী হবে। কখনোই পাপের কারণে শূকর-বিড়াল বা শৃগাল-কুকুরে তার জন্মান্তর হবে না। যেটা হিন্দুরা বলে থাকেন। কেননা সে আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি *(ইসরা ১৭/৭০)*। সে কখনোই অন্য সৃষ্টিতে পরিণত হবে না। আবার পুণ্যের কারণে সে কখনোই আল্লাহ্‌র সত্তায় লীন হয়ে যাবে না। যেটা কথিত মারেফতী ছূফীরা বলে থাকেন। কেননা সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা কখনোই এক নয়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, এইসব মতবাদের পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। এগুলি স্রেফ কল্পনা বিলাস এবং মানুষকে আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য এক একটি শয়তানী ফাঁদ মাত্র।

মৃত্যুর পরেই আখেরাতের জীবন উদ্ভাসিত হবে

(الحياة البـــرزخية تضيـــئ بعد الموت)

মৃত্যু হ'ল পরকালীন জীবনের প্রবেশ দ্বার। এই দ্বার খুলে গেলেই কবরের জগৎ ভেসে উঠে। আর তখনই সে পরকালীন জীবন সম্পর্কে যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু তখন তার পক্ষে পুনরায় দুনিয়াবী জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। উক্ত বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ– 'তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার সম্মুখ হ'তে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। অতএব আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ' *(ক্বা-ফ ৫০/২২)*।

বাইরের কেউ সেখানকার অবস্থা জানবে না বা তিনিও বাইরের কাউকে তার অবস্থা জানাতে পারবেন না। কেউ তার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না বা তিনিও কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবেন না।

কেননা তিনি থাকবেন দরজার ওপাশে পর্দার অন্তরালে। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ- ‘আর তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’ *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। তিনি স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ- ‘নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে এবং শুনাতে পারো না কোন বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরে চলে যায়’ *(নমল ২৭/৮০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ- ‘আর তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে’ *(ফাত্বির ৩৫/২২)*।

কবরের জীবন (الحياة البرزخية) :

মানুষের জীবনকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (১) আত্মিক বা রূহানী জগৎ। যা আল্লাহ্র নিকটে থাকে। (২) মাতৃগর্ভ। যেখানে আল্লাহ্র হুকুমে সন্তানের দেহে রূহের আগমন ঘটে এবং নির্দিষ্ট সময় অবস্থান শেষে ভূমিষ্ঠ হয়। (৩) দুনিয়াবী জীবন। (৪) কবরের জীবন। যাকে ‘দারুল বরযখ’ বলা হয়। (৫) ক্বিয়ামতের দিন বিচারের সময়কাল। যা দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান *(মা‘আরিজ ৭০/৪)*। (৬) জান্নাত অথবা জাহান্নামের স্থায়ী জীবন। যাকে ‘দারুল ক্বারার’ বলা হয়। এগুলির মধ্যে কবর হ’ল আখেরাতের প্রথম মনযিল। এখানে মুক্তি পেলে ক্বিয়ামতের দিন মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।

কবরের জীবনকে বারযাখী জীবন বা অন্তরালের জীবন বলা হয়। যা মৃত্যুর পরে পর্দার অন্তরালে থাকে *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। জীবন যেমন সত্য, মৃত্যু তেমনি সত্য। মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবনও তেমনি সত্য। দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রূহটাকে আমরা কখনো দেখিনি। মায়ের গর্ভে যার আগমনে দেহ সচল হয় এবং যার বিদায়ে দেহ অচল হয়। বিমান ধ্বংস হ’লেও যেমন তার সব রেকর্ড ব্ল্যাক বক্সে মওজূদ থাকে, দেহ ধ্বংস হ’লেও তেমনি তার সকল কর্মের রেকর্ড তার অদৃশ্য রূহানী আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকে। যার ফলাফল অনুযায়ী মৃত্যুর পরে তার রূহের উপর প্রাথমিকভাবে শান্তি অথবা শাস্তি শুরু হয়। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন চূড়ান্ত বিচার শেষে জান্নাত

অথবা জাহান্নামে স্থায়ী ঠিকানা নির্ধারিত হয়। সবই গায়েবী বিষয়। কিন্তু সবই সত্য। গায়েবের মালিক আল্লাহ যতটুকু তাঁর নবীর মাধ্যমে মানুষকে জানান, ততটুকুই মাত্র মানুষ জানতে পারে *(জিন ৭২/২৬-২৭)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, عَذَابُ الْقَبْرِ حَــقٌّ 'কবরের আযাব সত্য' *(বুখারী হা/১৩৭২)*। অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই।

'কবর' (قَبْرٌ) অর্থ 'পর্দার জগত' (عَالَمُ الْبَــرْزَخِ)। যেখানে কোন কিছুকে চূড়ান্তভাবে গোপন করা হয়। এটি দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী স্থান। এর অর্থ ঐ গর্ত নয়, যেখানে দাফন করা হয়। কেননা বহু মাইয়েত রয়েছে যাদের দাফন করা হয় না। যেমন সাগরে ডোবা, আগুনে ভস্ম হওয়া, জীব-জন্তুতে খাওয়া লোকদের অবস্থা। কিন্তু তারাও কবরে শাস্তি অথবা শান্তি পায় এবং মুনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হয়। তবে কবরের সঙ্গে 'আযাব' কথাটি যুক্ত করা হয় বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। তাছাড়া দুনিয়ায় কাফির-মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসেক লোকদের আধিক্যের কারণে কবরের আযাবপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা বেশী' *(মির'আত গৃহীত : লুম'আত)*।

যেহেতু অধিকাংশ মাইয়েতকে মাটির গর্তে শোয়ানো হয়, সেকারণ সেটাই 'কবর' হিসাবে পরিচিত হয়েছে। আর আল্লাহ পৃথিবীকে জীবিত ও মৃতের মিলিতকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا- أَحْيَآءً وَّأَمْوَاتًـــا- 'আমরা কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে? 'জীবিত ও মৃতদেরকে?' *(মুরসালাত ৭৭/২৫-২৬)*। অতএব মৃত মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হ'ল পৃথিবী। চাই সে ডুবে মরুক বা পুড়ে মরুক কিংবা জীব-জন্তুর পেটে নিঃশেষ হৌক। আল্লাহ বলেন, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيــدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى- 'মাটি থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং এ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব। অতঃপর তা থেকেই আমরা তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাব' *(ত্বোয়াহা ২০/৫৫)*। এ আয়াতটি মাইয়েতকে কবর দেওয়ার সময় সমস্বরে পাঠ করার রেওয়াজ রয়েছে, যা বিদ'আত। কেবল বিসমিল্লাহ বলে তিন মুষ্টি মাটি মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে দেওয়াই সুন্নাত।

মুমিন মাইয়েতের সম্মান :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا : اُخْرُجِي حَمِيدَةً أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اُخْرُجِي وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ : فُلاَنٌ. فَيُقَالُ : مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اُدْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَآءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ، ‘মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। ঐ ব্যক্তি নেককার হ’লে ফেরেশতাগণ বলেন, বের হয়ে আসুন হে পবিত্র আত্মা! যিনি পবিত্র দেহে ছিলেন। বের হয়ে আসুন প্রশংসিত অবস্থায়। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন শান্তি ও সুগন্ধির এবং আপনার প্রতিপালকের ক্রোধহীনতার। এভাবে বলা হ’তে থাকে যতক্ষণ না রূহ বেরিয়ে আসে। অতঃপর রূহকে নিয়ে ফেরেশতারা আকাশে উঠে যান। অতঃপর তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং বলা হয়, কে ইনি? ফেরেশতারা বলেন, ইনি অমুক। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মার প্রতি অভিনন্দন, যা পবিত্র দেহে ছিল। প্রবেশ করুন প্রশংসিত অবস্থায়। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন শান্তি ও সুগন্ধির এবং আপনার প্রতিপালকের ক্রোধহীনতার। এভাবেই তারা বলতে থাকেন যতক্ষণ না সেই আসমানে উপনীত হন, যেখানে আল্লাহ রয়েছেন (অর্থাৎ সপ্তম আসমানে)।[১৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِّنَ السَّمَآءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِّنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ

---

১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬২৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৩০৯।

يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللهِ. قَالَ : فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، قَالَ : فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلاَ يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ يَقُولُونَ : فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَآئِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. قَالَ : فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ...

‘মুমিন বান্দার যখন দুনিয়া ত্যাগ ও আখেরাতে গমনের মুহূর্ত আসে, তখন তার নিকটে আসমান থেকে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন, যাদের চেহারাগুলি যেন একেকটি সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তাঁরা তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত এসে তার মাথার নিকটে বসে বলেন, হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে আসুন আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন তার রূহ সহজে বের হয়ে আসে যেমন মশক হ’তে পানি বের হয়ে আসে। অতঃপর মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং সাথে সাথে অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ তাকে গ্রহণ করেন ও উক্ত কাফন ও সুগন্ধির মধ্যে রাখেন। তখন তা থেকে পৃথিবীর সকল সুগন্ধির চাইতে উত্তম মিশকের সুগন্ধি বের হ’তে থাকে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা কোন ফেরেশতাদলের নিকট পৌঁছেন তারা

জিজ্ঞেস করেন, এই পবিত্র রূহ কার? তখন ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, এটি হ'ল অমুকের পুত্র অমুকের রূহ। যতক্ষণ না তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছেন। অতঃপর তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাদ্গামী হন উপরের আসমান পর্যন্ত। যতক্ষণ না তারা সপ্তম আসমানে পৌঁছে যান। এসময় আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিইয়ীনে' লিখ এবং তাকে যমীনে (তার কবরে) ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি এবং মাটির দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর তার রূহ তার দেহে (কবরে) ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান'...।[১৫]

কবর আযাবের দলীল সমূহ

(دلائل إثبات عذاب القبر)

এ বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাতে অগণিত দলীল রয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহের আধিক্যের কারণে অনেক মুহাদ্দিছ বিদ্বান একে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ভুক্ত বলেছেন *(মির'আত)*। যার অর্থ অবিরত ধারায় বর্ণিত হাদীছ, যার বিশুদ্ধতায় কোন সন্দেহ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ لاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَّاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'মৃতের সবকিছু পঁচে-সড়ে যাবে, কেবল তার মেরুদণ্ডের নিম্নের অস্থিমূল (عَجْبُ الذَّنَبِ) ব্যতীত। সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার অবয়ব গঠিত হবে'।[১৬]

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের মাথার চুল, মুখের লালা ও ডিএনএ টেস্ট করে তার পরিচয় ও বংশধারা নির্ধারণ করছে। আল্লাহ্র জন্য কি এগুলি আরও সহজ নয়? যদিও তাঁর কোন মাধ্যম বা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

---

১৫. আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৬৩০, রাবী বারা বিন আযেব (রাঃ)। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জানায়েয' অধ্যায়, মিশকাত হা/১৬২৭-৩০।

১৬. বুখারী হা/৪৯৩৫; মুসলিম হা/২৯৫৫; মিশকাত হা/৫৫২১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

ক. কুরআনী দলীল (دلائل القرآن) :

(১) وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوآ أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ... 'যদি তুমি দেখতে যখন কাফেররা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে, এবার তোমাদের আত্মাগুলিকে (তোমাদের দেহ থেকে) বের করে দাও (কারণ কাফেরের আত্মা দুনিয়া ছাড়তে চায় না)। আজ তোমাদের নিকৃষ্টতম আযাব দেওয়া হবে'... *(আন'আম ৬/৯৩)*। এখানে 'আজ তোমাদের নিকৃষ্টতম আযাব দেওয়া হবে' অর্থ মৃত্যুর পরেই কবরে আযাব দেওয়া হবে।

(২) فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ- 'অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টসমূহ থেকে রক্ষা করলেন। আর ফেরাঊন গোত্রকে নিকৃষ্ট শাস্তি গ্রাস করল' *(মুমিন ৪০/৪৫)*। এখানে (ফেরাঊন গোত্রকে নিকৃষ্ট শাস্তি গ্রাস করল) অর্থ সাগরে ডুবিয়ে মারার পরের আযাব। যেটি কবরের আযাব।

(৩) পরের আয়াতে বলা হয়েছে, اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْآ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ- 'সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের উপর আগুনকে পেশ করা হবে। আর যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে), তোমরা ফেরাঊন সম্প্রদায়কে কঠিন আযাবের মধ্যে প্রবেশ করাও' *(মুমিন ৪০/৪৬)*। এখানে 'সকালে ও সন্ধ্যায়' অর্থ ক্বিয়ামতের পূর্বের আযাব। অর্থাৎ কবরের আযাব।

(৪) মুনাফিকদের দু'বার শাস্তির ধমকি দিয়ে আল্লাহ বলেন, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ- 'আমরা তাদেরকে অবশ্যই দু'বার শাস্তি দেব। অতঃপর তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে' *(তওবা ৯/১০১)*। ক্বাতাদাহ ও হাসান বছরী বলেন, প্রথমটি হ'ল দুনিয়াবী জীবনের লাঞ্ছনার আযাব ও দ্বিতীয়টি হ'ল কবরের আযাব'।[১৭] যেমন আল্লাহ বলেন,

১৭. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ১০১ আয়াত; বুখারী তা'লীক্ব 'জানায়েয' অধ্যায়-২৩, অনুচ্ছেদ-৮৬।

Contents

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ– 'অতএব তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে আকৃষ্ট না করে। আল্লাহ তো কেবল এটাই চান যে, এর মাধ্যমে তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিবেন এবং কাফের অবস্থায় তাদের প্রাণ বিয়োগ হবে' *(তওবা ৯/৫৫)*। ক্বাতাদাহ বলেন, 'প্রথম শাস্তি হ'ল দুনিয়াবী জীবনে এবং পরের শাস্তি হ'ল আখেরাতে' *(ইবনু কাছীর)*। আর মৃত্যুর পরেই আখেরাতের জীবন শুরু হয়। কবর হ'ল যার প্রথম মানযিল।

(৫) يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ– 'আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে এবং যালেমদের পথভ্রষ্ট করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যা চান তাই করেন' *(ইব্রাহীম ১৪/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، يُقَالُ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ– 'এটি নাযিল হয়েছে কবর আযাব সম্পর্কে। সেখানে তাকে বলা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ'।[১৮]

(৬) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا، فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا– 'তাদের পাপরাশির কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র মুকাবিলায় কাউকে তাদের জন্য সাহায্যকারী পায়নি' *(নূহ ৭১/২৫)*। এখানে فَأُدْخِلُوْا نَارًا، 'অতঃপর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে'- এর অর্থ কুশায়রী বলেন, আয়াতটি কবর আযাবকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অন্যতম দলীল *(কুরতুবী)*। এখানে نَارًا، অর্থ فِي النَّارِ 'আগুনে'। এই আগুন হ'ল কবরের শাস্তির আগুন। কেননা জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হবে ক্বিয়ামতের পর।

---

১৮. মুসলিম হা/২৮৭১; বুখারী হা/১৩৬৯; মিশকাত হা/১২৫ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ, রাবী বারা বিন 'আযেব (রাঃ)।

Contents

যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) বলেন, فَأُدْخِلُوْا نَارًا-এর অন্যতম অর্থ 'কবর আযাব' হ'তে পারে। কেননা কেউ পানিতে ডুবে মরুক, আগুনে পুড়ে মরুক বা হিংস্র প্রাণী তাকে খেয়ে ফেলুক, সাধারণ অবস্থায় কবরবাসী যা পায়, সেও তাই পাবে' *(কাশশাফ)*।

খ. হাদীছের দলীল (دلائل السنة) :

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيْرُ. فَيَقُوْلاَنِ : مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ : هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. فَيَقُوْلاَنِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيْنَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ. فَيَقُوْلُ : أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ. فَيَقُوْلاَنِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِيْ لاَ يُوْقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِه إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لاَ أَدْرِيْ. فَيَقُوْلاَنِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ : الْتَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلاَعُهُ، فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ–

'মাইয়েতকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে ঘোর কৃষ্ণকায় নীলচক্ষু বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আসে। যাদের একজনকে 'মুনকার' ও অন্যজনকে 'নাকীর' বলা হয়। তারা এসে বলে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে কি বলতে? তখন সে যদি নেককার হয়, তাহ'লে বলবে, ইনি হ'লেন আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা

বলবে, আমরা জানতাম তুমি একথাই বলবে। অতঃপর তার জন্য তার কবরকে দৈর্ঘে-প্রস্থে সত্তুর হাত করে প্রশস্ত করা হবে এবং সেটিকে আলোকময় করা হবে। অতঃপর বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে যাও। সে বলবে, আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাব এবং তাদেরকে এই সুসংবাদ জানাব। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবে, نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ 'তুমি ঘুমিয়ে যাও বাসর রাতের ঘুমের ন্যায়'। যে ঘুম কেউ ভাঙ্গাতে পারে না প্রিয়তম ব্যক্তি ব্যতীত। এভাবেই সে থাকবে, যতদিন না আল্লাহ তাকে তার শয্যাস্থান থেকে উঠান।

আর যদি সে মুনাফিক কপট বিশ্বাসী হয়, তাহ'লে সে বলবে, আমি লোকদেরকে যেরূপ বলতে শুনেছি, সেরূপ বলতাম। আমি (আসলে) জানিনা। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবে, আমরা জানতাম তুমি এরূপ বলবে। তখন মাটিকে বলা হবে, তুমি একে চাপ দাও। তখন মাটি তাকে চাপ দিবে। ফলে তার একপার্শ্ব আরেক পার্শ্বের মধ্যে ঢুকে যাবে। এভাবেই কবরের মধ্যে তার আযাব হ'তে থাকবে, যতদিন না আল্লাহ তাকে তার শয্যাস্থান থেকে উঠান'।[১৯]

(২) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مَثَلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا. فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، وَيَقُوْلُ : دَعُوْنِي أُصَلِّي– 'যখন মাইয়েতকে কবরে প্রবেশ করানো হবে, তখন সে সূর্য অস্ত যেতে দেখবে। তখন সে বসে দুই চোখ মুছে বলবে, 'আমাকে ছাড় আমি (আছরের) ছালাত আদায় করব'।[২০]

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْغُوبٍ، ثُمَّ يُقَالُ : فِيْمَ كُنْتَ؟ فَيَقُوْلُ : كُنْتُ فِي الْإِسْلاَمِ. فَيُقَالُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَصَدَّقْنَاهُ. فَيُقَالُ لَهُ :

---

১৯. তিরমিযী হা/১০৭১; মিশকাত হা/১৩০ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৪২৭২; মিশকাত হা/১৩৮।

هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُوْلُ : مَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى- وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوْبًا، فَيُقَالُ : فِيْمَ كُنْتَ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِيْ! فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ-

‘মাইয়েত যখন কবরে নীত হবে, তখন নেককার ব্যক্তিকে উঠিয়ে বসানো হবে ভয়হীন ও শঙ্কাহীন অবস্থায়। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি কোন দ্বীনের উপর ছিলে? সে বলবে, ইসলাম। অতঃপর বলা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, মুহাম্মাদ, যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। যিনি আমাদের নিকটে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ এসেছিলেন। অতঃপর আমরা তাঁকে সত্য বলে জেনেছিলাম। তখন বলা হবে, তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? সে বলবে, কারু পক্ষে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে সেখানকার ভয়ংকর দৃশ্য দেখবে যে, আগুনের ফুলকি সমূহ একে অপরকে দলিত-মথিত করছে। এসময় তাকে বলা হবে, দেখ কি বস্তু থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং সে জান্নাতের সুখ-সম্ভার দেখতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে এটাই তোমার ঠিকানা। দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে তুমি ছিলে। তার উপরেই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং তার উপরেই তুমি পুনরুত্থিত হবে যদি মহান আল্লাহ চান।

পক্ষান্তরে মন্দ ব্যক্তিকে কবরে বসানো হবে ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায়। অতঃপর তাকে বলা হবে, কোন দ্বীনের উপরে তুমি ছিলে? সে বলবে, আমি জানিনা (لاَ أَدْرِيْ)। তখন তাকে বলা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, আমি লোকদের যা বলতে শুনেছি, তাই বলতাম। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং সে তার সুখ-সম্ভার দেখতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি দেখ কোন বস্তু থেকে আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে সেখানে অগ্নিকুণ্ডের পরস্পরে দলিত-মথিত হওয়ার দৃশ্য দেখবে। তখন তাকে বলা হবে, এটাই তোমার ঠিকানা। সন্দেহের উপরে তুমি ছিলে। তার উপরেই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং তার উপরেই তুমি পুনরুত্থিত হবে যদি মহান আল্লাহ চান'।[২১]

(৪) হযরত বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فِى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِى يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِى الأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا...وَقَالَ : وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ– يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّيَ اللهُ. فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الْإِسْلاَمُ، فَيَقُوْلاَنِ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللهِ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا يُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} الْآيَةَ. قَالَ : فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ، فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى

---

২১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৮; মিশকাত হা/১৩৯ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।

الْجَنَّةِ، فَيُفْتَحُ. قَالَ : فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَّوْحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ : وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ مَنْ رَّبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ، لاَ أَدْرِيْ! فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ، لاَ أَدْرِيْ! فَيَقُوْلاَنِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ، لاَ أَدْرِيْ! فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ- قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا. قَالَ: وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ ثُمَّ يُقَيَّدُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوحُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ-

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জনৈক আনছার ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর আমরা কবরস্থানে পৌঁছে গেলাম। তখন 'লাহদ' (পাশখুলি কবর) খোঁড়া হচ্ছিল। এসময় রাসূল (ছাঃ) বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারপাশে চুপচাপ বসে পড়লাম। যেন আমাদের সকলের মাথায় পাখি বসা ছিল। এসময় তাঁর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল। যা দিয়ে তিনি মাটিতে খুঁচছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঁচু করলেন এবং দু'বার অথবা তিনবার বললেন, اِسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ 'তোমরা কবর আযাব হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও'।... অতঃপর তিনি বললেন, অবশ্যই এ ব্যক্তি লোকদের জুতার আওয়ায শুনতে পাবে, যখন তারা ফিরে যাবে। অতঃপর দু'জন ফেরেশতা তার নিকটে আসবে। তারা তাকে বসাবে এবং বলবে, مَنْ رَّبُّكَ 'তোমার রব কে?' সে বলবে, رَبِّىَ اللهُ 'আমার রব আল্লাহ'। তারা বলবে, مَا دِيْنُكَ 'তোমার দ্বীন কি?' সে বলবে, دِينِىَ الإِسْلاَمُ 'আমার দ্বীন ইসলাম'। তারা বলবে, مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ 'এই ব্যক্তি কে

Contents

যাকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছিল?' সে বলবে, هُوَ رَسُوْلُ اللهِ 'উনি আল্লাহ্র রাসূল'। তারা বলবে, وَمَا يُدْرِيْكَ 'কিভাবে তুমি এটা জানলে?' সে বলবে, قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ 'আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি। অতঃপর তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি ও সেখানে যা আছে তাকে সত্য বলে জেনেছি'। বস্তুতঃ এটাই হ'ল আল্লাহ্র কালামের বাস্তবতা, যেখানে তিনি বলেছেন, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ، 'আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে এবং যালেমদের পথভ্রষ্ট করেন' *(ইব্রাহীম ১৪/২৭)*।[২২]

অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন যে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও ও তার দিকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর সেটি খুলে দেওয়া হবে। ফলে তার দিকে জান্নাতের সুবাতাস ও সুগন্ধি আসতে থাকবে। আর ঐ দরজাটি তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে'।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) কাফেরের মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, অতঃপর তার দেহে তার রূহকে ফিরিয়ে আনা হবে। এরপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসবে। তারা তাকে বসাবে ও বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, هَاهْ هَاهْ، لاَ أَدْرِيْ হায় হায় আমি জানি না। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার দ্বীন কি? সে বলবে, হায় হায় আমি জানি না। বলা হবে, এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল? সে বলবে, হায় হায় আমি জানি না। তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবেন, সে মিথ্যা বলেছে। অতএব তার জন্য জাহান্নামের

---

২২. একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ উক্ত আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে'। বুখারী হা/১৩৬৯; মুসলিম হা/২৮৭১; মিশকাত হা/১২৫ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।

বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জাহান্নামের পোষাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দিকের একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর সেখান থেকে প্রচণ্ড গরম হাওয়া তার কবরে প্রবাহিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তার কবরকে তার উপর এমন সংকীর্ণ করা হবে যে, প্রচণ্ড চাপে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে প্রবেশ করবে। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে লোহার বড় হাতুড়ি সহ নিযুক্ত করা হবে, যদি ঐ হাতুড়ি পাহাড়ের উপরে মারা হ'ত, তাহ'লে তা গুঁড়িয়ে মাটি হয়ে যেত। অতঃপর সে তাকে মারতে থাকবে। এসময় তার বিকট চিৎকার জিন ও ইনসান ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমের সকল প্রাণীজগত শুনতে পাবে। অতঃপর সে মাটি হয়ে যাবে, আবার তাতে রূহ ফিরিয়ে আনা হবে'।[২৩]

(৫) **মাইয়েতের সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম :** হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) কর্তৃক উপরোক্ত হাদীছে অতিরিক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ...وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُوْلُ أَبْشِرْ بِالَّذِىْ يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِىءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُوْلُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ. فَيَقُوْلُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى وَمَالِى-...وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ...وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِى يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِىْ كُنْتَ تُوعَدُ. فَيَقُوْلُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِىءُ بِالشَّرِّ فَيَقُوْلُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ فَيَقُولُ رَبِّ لاَ تُقِمِ السَّاعَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدَ-

'নিশ্চয় মুমিন বান্দার নিকট একজন লোক আসবে সুন্দর চেহারার, সুন্দর পোষাকে পরিহিত ও উত্তম সুগন্ধিযুক্ত। সে বলবে, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর ঐ বিষয়ের, যা তোমাকে খুশী করবে। আজ সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি

২৩. আহমাদ হা/১৮৫৫৭; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ। রাবী বারা বিন 'আযেব (রাঃ)। মিশকাতে হাদীছটির প্রথমাংশ নেই। সেখানে শুরু হয়েছে يَأْتِيهِ مَلَكَانِ 'অতঃপর দু'জন ফেরেশতা তার নিকটে আসবে'-অংশ থেকে শেষ পর্যন্ত।

তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। সে বলবে, তুমি কে? তোমার চেহারাটি এমন যা কেবল কল্যাণ বয়ে আনে। সে বলবে, আমি তোমার সৎকর্ম। তখন মুমিন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি পুনরুত্থান ঘটাও। যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের নিকট ফিরে যেতে পারি'।

'অন্যদিকে অবিশ্বাসী কাফিরের নিকট একজন লোক আসবে কুৎসিত চেহারার, মন্দ পোষাকে ও দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায়। সে বলবে, ঐ বস্তুর সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা তোমাকে মন্দ করেছে। আজ তোমার সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন কাফের বলবে, তুমি কে? তোমার চেহারাটি এমন যা কেবল মন্দ বয়ে আনে। সে বলবে, আমি তোমার মন্দকর্ম। তখন কাফের বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি পুনরুত্থান ঘটিয়ো না' *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭, সনদ ছহীহ)*।

মন্দকর্মের আকৃতি ও তার শাস্তি বর্ণনায় নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় বেড়ী পরানো হবে। সাপটি তার মুখের দুই চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরান ১৮০ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন'।[২৪] যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ

---

২৪. বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। টেকো মাথা বিশিষ্ট বলার মাধ্যমে সাপটির প্রচণ্ড বিষধর হওয়া বুঝানো হয়েছে। বিষের প্রভাবে এবং বয়স্ক হওয়ার কারণে যার মাথা টেকো হয়ে গেছে *(মিরক্বাত)*।

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– 'আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব মালে তারা কৃপণতা করে, সেগুলিকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকারী আল্লাহ। অতএব (গোপনে ও প্রকাশ্যে) তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন' *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।

(৬) হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُوْلاَنِ : مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا– وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ أَدْرِيْ كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

'বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গী-সাথীরা সেখান থেকে ফিরতে থাকে, আর তখনও সে অবশ্যই তাদের জুতার শব্দ শুনতে থাকে; এমতাবস্থায় তার নিকটে দু'জন ফেরেশতা আসে ও তাকে উঠিয়ে বসায়। অতঃপর তাকে বলে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে? অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে (রাবীর ব্যাখ্যা)। তখন সে ব্যক্তি মুমিন হ'লে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, তাকিয়ে দেখ জাহান্নামে তোমার স্থান। ঐটার বদলে আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতে স্থান নির্ধারণ করেছেন। ঐ ব্যক্তি তখন দু'টি স্থানই দেখবে।

অতঃপর মুনাফিক ও কাফির তথা কপট বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে বলা হয়, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলতে? সে বলে, আমি জানি না। তার

সম্পর্কে আমি তাই-ই বলতাম যা লোকেরা বলত। এ সময় তাকে বলা হবে, বেশ। তুমি তোমার বিবেক দিয়েও বুঝনি, কিতাব পড়েও শেখনি। অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভীষণ জোরে পিটানো শুরু হবে। তাতে সে এমন চীৎকার করতে থাকবে যে, জিন ও ইনসান ব্যতীত আশপাশের সবাই তা শুনতে পাবে'।[২৫]

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে যখন তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমার পর নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন-

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَعَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلآ إِلَهَ غَيْرُكَ-

'হে আল্লাহ! তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর ধারক। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর জ্যোতি। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা আছে সবকিছুর বাদশাহ। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত লাভ সত্য, তোমার বাণী সত্য, কবর আযাব সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি

২৫. বুখারী হা/১৩৭৪; মুসলিম হা/২৮৭০; মিশকাত হা/১২৬ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।

তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করি, তোমারই উপর ভরসা করি ও তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। আমি তোমার জন্যই ঝগড়া করি এবং তোমার কাছেই ফায়ছালা পেশ করি। অতএব তুমি আমার আগে-পিছের, গোপন ও প্রকাশ্য সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি অগ্র ও পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই'।[২৬]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরে মাইয়েতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুনর্জীবিত করা হবে। এই কবর মাটিতে হৌক বা অন্যত্র হৌক। কেননা কবর হ'ল মৃত্যুর পরবর্তী বরযখী জীবন। যা দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে থাকে *(মির'আত; মুমিনূন ২৩/১০০)*।

গ. যুক্তির দলীল (حجة العقل) :

নিদ্রার মধ্যে দুঃস্বপ্নে মানুষ ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে বা ভাল স্বপ্নে আনন্দে হেসে ওঠে। পাশে থাকা মানুষ তার কিছুই বুঝতে পারে না। এটা যেমন বাস্তব, তেমনি চিরনিদ্রার জগতে আত্মিক জীবনে এটি অবাস্তব হবে কেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে যখন অহি নাযিল হ'ত, তখন সেটি কেবল তিনিই বুঝতেন, পাশে থাকা ছাহাবীরা কি সেটা দেখতে বা শুনতে পেতেন? জীবিত ব্যক্তি যদি জীবিত ব্যক্তির নিকট অদৃশ্য অহি টের না পায়, তাহ'লে মৃত ব্যক্তির উপর অদৃশ্য আযাব অন্যেরা কিভাবে টের পাবে? অহি-কে যেমন অস্বীকার করা যায় না, কবরের শাস্তি বা শান্তিকেও তেমনি অস্বীকার করা যায় না। এমনকি ভরা মজলিসে আগত মানুষের বেশধারী জিব্রীলকেও ছাহাবীগণ চিনতে পারেননি।[২৭] মসজিদে নববীতে জমাকৃত ফিৎরার চাউল চোর মানুষের বেশধারী ইবলীসকে পাহারাদার ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) হাতে-নাতে ধরে ফেলেও চিনতে পারেননি। পরে তিনি তার মুখ থেকে আয়াতুল কুরসীর ফযীলতের ছহীহ হাদীছ শুনে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[২৮]

---

২৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৫১-৫২; আবুদাঊদ হা/৭৭২; বুখারী হা/৬৩১৭; মুসলিম হা/১৮০৮; মিশকাত -আলবানী, হা/১২১১ 'রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদে কি বলবে' অনুচ্ছেদ-৩২; মির'আত হা/১২১৮।

২৭. মুসলিম হা/৮; নাসাঈ হা/৪৯৯১; মিশকাত হা/২, রাবী ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)।

২৮. বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

মানুষকে আল্লাহ এই ক্ষমতা দেননি যে, তার এই স্থূল চোখ দিয়ে আগুনের তৈরী জিন ও নূরের তৈরী ফেরেশতাকে দেখতে বা চিনতে পারে। একই কারণে সে কবরে আগত ফেরেশতাকে চিনতে পারবে না। আর সেজন্যই তো তাকে বলা হয়েছে 'মুনকার' ও 'নাকীর'। যার অর্থ, অচেনা ও অপরিচিত। অতএব যুক্তি দিয়ে যুক্তি খণ্ডন নয়, বরং কুরআন ও হাদীছের প্রদত্ত খবরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যেই রয়েছে মানসিক শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি।

ঘ. অস্বীকারকারীদের সন্দেহবাদ সমূহ খণ্ডন (رد الشبهات لمنكري عذاب القبر) **:**

কবর আযাব অস্বীকারকারীগণ নিম্নোক্ত সন্দেহবাদ সমূহ উত্থাপন করে থাকেন। যেমন-

(১) আল্লাহ বলেছেন, قَالُوا رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ؟ 'ক্বিয়ামতের দিন কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন ও দু'বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আমাদের এখান থেকে বের হবার কোন পথ আছে কি?' *(মুমিন/গাফের ৪০/১১)*। এখানে দু'টি মৃত্যু বলতে প্রথমে মৃত শুক্রাণুরূপে পিতার ঔরসে অবস্থান। অতঃপর দুনিয়াবী জীবন শেষে মৃত্যুবরণ। আর দু'টি জীবন বলতে প্রথমে দুনিয়াবী জীবন, অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন পুনর্জীবন। এক্ষণে কবরে পুনরায় জীবিত করলে তিনবার জীবন ও তিনবার মৃত্যু দান করা হবে। যা কুরআনের বিরোধী।

জবাব : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবরবাসীকে পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে সামান্য সময়ের জন্য কবরে রূহকে ফিরিয়ে আনা হবে মাত্র। যা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সাথে তুলনীয় নয়। আর 'কবর হ'ল আখেরাতের প্রথম মনযিল'।[২৯] কবর দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় মাইয়েত যেমন তার স্বজনদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়[৩০], তেমনি কবরবাসীর উদ্দেশ্যে

---

২৯. তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/১৩২, রাবী হযরত ওছমান (রাঃ)-এর গোলাম হানী (রাঃ)।
৩০. বুখারী হা/১৩৩৮; মুসলিম হা/২৮৭০; মিশকাত হা/১২৬, রাবী আনাস (রাঃ)।

সালাম দিলে ফেরেশতারা তাদের রূহে সালাম পৌঁছে দেয় এবং তারাও সালামের জবাব দেয়।[৩১]

(২) আল্লাহ বলেছেন, وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ– 'বস্তুতঃ তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। উক্ত আয়াতে আল্লাহ কাফেরকে কবরবাসীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা উভয়ে কুরআনের বাণী শোনেনা। এক্ষণে যদি মৃতদের কবরে জীবিত বা অনুভূতিসম্পন্ন বলা হয়, তাহ'লে জীবিত কাফেরদের সঙ্গে তাদের তুলনা সঠিক হবে না।

জবাব : এখানে 'শোনা' অর্থ জবাব দেওয়া ও দাওয়াত কবুল করা। বদরের যুদ্ধের দিন নিহত ও কূয়ায় নিক্ষিপ্ত কাফের নেতাদের লাশ সমূহের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) যে ধিক্কারবাণী শুনিয়েছিলেন, তা তারা শুনেছিল। কিন্তু জবাব দিতে পারেনি।[৩২] একই অবস্থা দুনিয়ার জীবিত কাফের-মুনাফিকদের। তারা ইসলামের বাণী শোনে। কিন্তু জবাব দেয় না বা কবুল করে না।

(৩) কবর খুঁড়ে সেখানে আযাবের কোন নমুনা পাওয়া যায় না। কোন অন্ধ-বধির ফেরেশতাকেও লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটাতে দেখা যায় না।

জবাব : রূহের উপর অথবা আত্মাসংশ্লিষ্ট দেহের উপর আযাব হবে। যা পার্থিব দেহের সাথে তুলনীয় নয়। সেখানকার শাস্তি এখান থেকে বুঝা যাবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ– 'যদি তোমরা ভয়ে কবর দেওয়া পরিত্যাগ না করতে, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতাম যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানো হয়, যা আমি শুনতে পাচ্ছি'।[৩৩] রাসূলকে আল্লাহ শুনিয়েছেন বলেই তিনি শুনতে পেয়েছেন। নইলে মানুষ

---

৩১. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/২৯৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ৩০৭, ২/২৪৪ পৃ.।

৩২. বুখারী হা/১৩৭০; মুসলিম হা/২৮৭৪; মিশকাত হা/৩৯৬৭ 'জিহাদ' অধ্যায় 'বন্দীদের হুকুম' অনুচ্ছেদ, রাবী ক্বাতাদাহ (রাঃ)।

৩৩. মুসলিম হা/২৮৬৮; মিশকাত হা/১২৯ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ, রাবী যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)।

হিসাবে তাঁর পক্ষেও এগুলি শোনা সম্ভব ছিল না *(কাহফ ১৮/১১০)*। কবরের বিষয়গুলি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যার উপরে ঈমান আনা মুত্তাক্বীদের প্রথম গুণ *(বাক্বারাহ ২/২-৩)*। নইলে দৃশ্যমান বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কোন অর্থ হয় না এবং তাকে ঈমানও বলা হয় না।

কবরের আযাবকে অস্বীকারকারী দলগুলি হ'ল : খারেজী, অধিকাংশ মু'তাযিলা ও কিছু সংখ্যক মুরজিয়া।[৩৪] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, কবরের শাস্তি ও শান্তিকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি নিজে পথভ্রষ্ট ও অন্যকে পথভ্রষ্টকারী'।[৩৫] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, দলীল পাওয়ার পরেও যদি কেউ প্রকাশ্য শরী'আতকে অস্বীকার করে। তার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাও যাবে না'।[৩৬]

মৃত্যুচিন্তা মানুষকে আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল বানায়

(ذكر الموت يصبح الإنسان تقيا وصالحا)

হযরত ওছমান গণী (রাঃ)-এর গোলাম হানী (هانئ) বলেন,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ : تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ-

'যখন ওছমান (রাঃ) কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন কাঁদতেন। যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ'ল জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনে

৩৪. নববী, শরহ মুসলিম হা/২৮৬৫-এর আলোচনা।
৩৫. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.), আর-রূহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) ৫৭ পৃ.।
৩৬. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৬/৬১।

আপনি কাঁদেন না, অথচ কবরে এসে কাঁদেন? জবাবে তিনি বলেন, কবর হ'ল আখেরাতের মনযিল সমূহের প্রথম মনযিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ'লে পরের মনযিলগুলি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর এখানে মুক্তি না পেলে পরের মনযিলগুলি তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর ওছমান বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কবরের চাইতে ভীতিকর দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি'।[৩৭]

বাড়ী-গাড়ী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, ভক্তকুল সবাইকে রেখে সবকিছু ছেড়ে কেবল এক টুকরো কাফনের কাপড় সাথে নিয়ে কবরে প্রবেশ করতে হবে। সাবানে ধোয়া সুগন্ধিময় দেহটা পোকার খোরাক হবে। জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। মানুষ তাই মরতে চায় না। সর্বদা সে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। অথচ আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ– 'তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই যে মৃত্যু হ'তে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন' *(জুম'আ ৬২/৮)*।

সে সময় অসৎ মানুষ বলবে, فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِينَ– وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَ ا تَعْمَلُوْنَ– 'হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিতে, তাহ'লে আমি ছাদাক্বা করে আসতাম ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম'। 'অথচ নির্ধারিত সময়কাল যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ কাউকে আর অবকাশ দিবেন না। বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(মুনাফিকূন ৬৩/১০-১১)*। অন্য আয়াতে এসেছে, حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ– لَعَلِّي

---

৩৭. তিরমিযী হা/২৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; মিশকাত হা/১৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৫০।

أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ– ‘অবশেষে যখন তাদের কারু কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান’। ‘যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি ছেড়ে এসেছি। কখনই না। এটা তো তার একটি (বৃথা) উক্তি মাত্র যা সে বলে। বরং তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’ *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

শিঙ্গায় ফুঁকদান ও ক্বিয়ামত :

আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ– ‘আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে উঠে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে’ *(ইয়াসীন ৩৬/৫১)*।

ক্বিয়ামতের দিনের সময়কাল (مدة يوم القيامة) :

فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ– ‘যে দিনের পরিমাণ তোমাদের পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান’ *(মা‘আরিজ ৭০/৪)*। এর দ্বারা ক্বিয়ামত দিবসের স্থায়িত্বের পরিমাণ বুঝানো হয়েছে। যাতে হিসাব শেষ করা হবে *(ইবনু কাছীর)*।

সেদিন মুমিনদের হিসাব সহজ হবে ও দ্রুত শেষ হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ النَّبِــيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِى بَعْضِ صَلاَتِهِ، اللَّهُمَّ حَاسِبْنِى حِسَاباً يَّسِيرًا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ قَالَ : أَنْ يَّنْظُرَ فِى كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ– ‘আমি কোন এক ছালাতে নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনি, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো। অতঃপর তিনি ছালাত শেষ করলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন, সেটি হ’ল আল্লাহ বান্দার আমলনামা দেখবেন। অতঃপর সেটি ছেড়ে সামনে চলে যাবেন। যদি সেদিন কোন বান্দার আমলনামা যাচাই করা হয় হে আয়েশা! তাহ’লে সে ধ্বংস হবে’।[৩৮]

---

৩৮. আহমাদ হা/২৪২৬১, সনদ ছহীহ; হাকেম হা/৮৭২৭; মিশকাত হা/৫৫৬২।

ক্বিয়ামতের দিনের সময়কাল দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান বলা হ'লেও সেটি জান্নাতীদের জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُهَوِّنُ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ– 'সেদিন মুমিনের উপর হিসাব সহজ করা হবে অস্তায়মান সূর্য্যের অস্ত যাওয়ার সময়ের ন্যায়'।[৩৯] আরবরা কষ্টের দিনগুলিকে 'দীর্ঘ' ও আনন্দের দিনগুলিকে 'সংক্ষিপ্ত' বলে থাকে *(কুরতুবী)*।

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী ও জাহান্নামীদের জন্য দিনটি খুবই দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শাস্তির আধিক্যের কারণে ক্বিয়ামতের দিনের স্থায়িত্ব তাদের কাছে হাযার বছরের সমান মনে হবে *(সাজদাহ ৩২/৫)*। আরবী ভাষায় ৭০, ১০০, ১০০০, ৫০,০০০ সংখ্যাগুলি সাধারণতঃ আধিক্যের পরিমাণ বুঝানোর অর্থে বলা হয়। সেকারণ বলা হয়ে থাকে أَيَّامُ السُّرُوْرِ قَصِيْرَةٌ وَأَيَّامُ الشِّدَّةِ طَوِيْلَةٌ 'আনন্দের দিনগুলি সংক্ষিপ্ত হয় এবং কষ্টের দিনগুলি দীর্ঘ হয়'।

পুলছিরাত :

এরপর প্রত্যেক মানুষকে জাহান্নামের উপর রক্ষিত 'পুলছিরাত' পার হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا– ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا– 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত'। 'অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের মুক্তি দেব এবং সীমালংঘনকারীদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব' *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে, প্রত্যেক উম্মত যে যার ইবাদত করত, সে যেন তার অনুগামী হয়। তখন যারা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদির পূজা করত, তারা সবাই জাহান্নামে পতিত হবে। অবশেষে কেবল আল্লাহ্র ইবাদতকারী নেককার ও গোনাহগার ব্যতীত কেউ আর বাকী থাকবে না।

৩৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৩৩৩; ছহীহাহ হা/২৮১৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

অতঃপর আল্লাহ তাদের নিকট এসে বলবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ আমরা এখানে অপেক্ষা করব। আল্লাহ বলবেন, তোমরা তাকে কিভাবে চিনবে? তোমাদের রবের মধ্যে এমন কোন চিহ্ন আছে কি, যাতে তোমরা তাকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ স্বীয় পায়ের নলা উন্মোচিত করে দিবেন (فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ)।

অতঃপর যারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে সিজদা করত, তাকেই কেবল আল্লাহ অনুমতি দিবেন। আর যারা কারো প্রভাবে বা লোক দেখানোর জন্য সিজদা করত, তারা থেকে যাবে। তাদের পৃষ্ঠদেশকে আল্লাহ তকতার ন্যায় শক্ত করে দিবে। যখনই তারা সিজদা করতে চাইবে, পিছনের দিকে উল্টে পড়বে। অতঃপর জাহান্নামের উপরে পুলছিরাত স্থাপন করা হবে এবং শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হবে। তখন নবী-রাসূলগণ স্ব স্ব উম্মতের জন্য ফরিয়াদ করবেন, اَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ 'হে আল্লাহ! বাঁচাও বাঁচাও!! অতঃপর মুমিনগণ পুলছিরাতের উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ নিরাপদে মুক্তি পাবে। কেউ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে ও শাস্তি শেষে মুক্তি পাবে। কেউ জাহান্নামে পতিত হয়ে থেকে যাবে'।[৪০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সে সময় রাসূলগণের মধ্যে আমি আমার উম্মতগণকে নিয়ে সর্বপ্রথম অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া কেউ কথা বলবে না। আর তাদের সকলের কথা হবে, اَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ 'হে আল্লাহ! বাঁচাও বাঁচাও!! আর জাহান্নামের মধ্যে সা'দানের কাঁটার ন্যায় আংটা থাকবে। সেগুলির বিরাটত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। ঐ আংটাগুলি লোকদের আমল অনুপাতে আঁকড়িয়ে ধরবে। ফলে কিছুসংখ্যক লোক তাদের দুষ্কর্মের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং পরে মুক্তি পাবে। অবশেষে যখন আল্লাহ বান্দাদের

---

৪০. বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩ (৩০২); মিশকাত হা/৫৫৭৯, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

বিচার কার্য শেষ করবেন এবং সবশেষে জাহান্নামবাসীদের কিছু লোককে নাজাত দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, যারা এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তখন তিনি ফেরেশতাদের আদেশ করবেন, যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করেছে, তাদেরকে তোমরা বের করে আন। তখন তারা কপালে সিজদার চিহ্নধারীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। কেননা আল্লাহ সিজদার চিহ্ন দগ্ধ করতে আগুনের উপর হারাম করে দিয়েছেন। এটুকু ব্যতীত তাদের সর্বাঙ্গ পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। তখন তাদের উপর সঞ্জীবনী পানি (مَاءُ الْحَيَاةِ) ঢেলে দেওয়া হবে। তাতে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন কোন বীজ কোন প্রবহমান পানির ধারে অংকুরিত হয়ে ওঠে'... ।[৪১]

ত্বীবী বলেন, এ লোকগুলি জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পর শাফা'আতের মাধ্যমে অথবা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তি পাবে। এভাবে মুমিনদের মধ্যে তিনটি দল হবে' *(মিরক্বাত)*। একদল যারা পায়ের নলায় সিজদা করতে সক্ষম হবে, তারা নিরাপদে মুক্তি পাবে। আরেকদল সিজদায় অক্ষম হবে, তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে জাহান্নামে পতিত হওয়ার পর শাস্তি ভোগ করবে। অতঃপর মুক্তি পাবে। আরেকদল শাফা'আতের কারণে অথবা তাদের খালেছ ঈমানের কারণে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে সবশেষে মুক্তি পাবে।

জাহান্নামের পরিচয় :

আল্লাহ বলেন, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ 'যেদিন জাহান্নামকে আনা হবে' *(ফজর ৮৯/২৩)*। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে আগেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তুর ভাগের একভাগ অর্থাৎ ৬৯ ভাগ বেশী।[৪২] (২) তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তাতে সত্তুর হাযার লাগাম থাকবে। আর প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তুর হাযার ফেরেশতা থাকবে, যারা জাহান্নামকে টেনে

৪১. বুখারী হা/৮০৬; মুসলিম হা/১৮২; মিশকাত হা/৫৫৮১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৪২. বুখারী হা/৩২৬৫; মুসলিম হা/২৮৪৩; মিশকাত হা/৫৬৬৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

Contents

আনবে’।[৪৩] ক্বিয়ামতের দিন সেখান থেকে টেনে এনে জান্নাতের গমনপথে রাখা হবে। আর তার উপরেই পুলছিরাত স্থাপন করা হবে। এর দ্বারা সহজে ধারণা করা যায় যে, জাহান্নাম অতীব বৃহৎ এবং সেখান থেকে বের হওয়াটাও অসম্ভব আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া *(মিরক্বাত)*। (৩) রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘জাহান্নামীদের মধ্যে কারু আগুন পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে, কারু হাঁটু পর্যন্ত, কারু কোমর পর্যন্ত এবং কারু গর্দান পর্যন্ত পৌঁছবে।[৪৪] (৪) তিনি বলেন, ‘জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হালকা শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যাকে আগুনের ফিতাসহ দুই পায়ে জুতা পরানো হবে। তাতে তার মাথার মগয এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনভাবে অগ্নিতপ্ত তামার পাত্রে উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে যে, তার চাইতে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না’।[৪৫] (৫) ‘সেদিন সবচাইতে হালকা আযাব হবে আবু তালিবের। তার দুই পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে। তাতে তার মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে’।[৪৬]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَقُولُ اللهُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِــنْ شَيْءٍ أَكَنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِــنْ هَــذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَّ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي-

‘ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা সহজ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবেন, গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে কি তুমি এই শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার কাছ থেকে এর চাইতে সহজ একটি বিষয় কামনা করেছিলাম। যখন তুমি আদমের ঔরসে ছিলে, তখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছিলে

৪৩. মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৫৬৬৬, রাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।
৪৪. মুসলিম হা/২৮৪৫; মিশকাত হা/৫৬৭১, রাবী সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)।
৪৫. বুখারী হা/৫৬৬১-৬২; মুসলিম হা/২১৩ (৩৬৪); মিশকাত হা/৫৬৬৭, রাবী নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ)।
৪৬. মুসলিম হা/২১২; মিশকাত হা/৫৬৬৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

এবং আমার সাথে অন্যকে শরীক করেছিলে'।[৪৭] যাকে 'আহ্দে আলাস্তু' বলা হয়। যেদিন আল্লাহ সকল বনু আদমের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَـــى، 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলেছিল, হ্যাঁ' *(আ'রাফ ৭/১৭২)*।

আল্লাহ বলেন, يُبَصَّرُونَهُمْ، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيـــهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْـــأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤) كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦)- 'তাদের পরস্পরকে ভালভাবে দেখানো হবে। অপরাধী ব্যক্তি সেদিনের শাস্তির বিনিময় হিসাবে দিতে চাইবে নিজের সন্তান-সন্ততিকে, *(১১)*। 'নিজের স্ত্রী ও ভাইকে; *(১২)*। 'তার গোত্র বা দলকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত; *(১৩)*। 'এবং পৃথিবীতে যত লোক আছে সবাইকে; যেন তিনি তাকে মুক্তি দেন' *(১৪)*। 'কখনই না। এটাতো লেলিহান অগ্নি' *(১৫)*। 'যা চামড়া তুলে নিবে' *(মা'আরিজ ৭০/১১-১৬)*।

জাহান্নামের গভীরতা :

আবু হুরায়রা ও ওৎবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি বড় পাথর খণ্ডের দিকে ইশারা করে বলেন, যদি ঐ পাথরখণ্ড জাহান্নামের কিনারা থেকে তার ভিতরে গড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে ৭০ বছরেও সে তলা পাবে না। অথচ আল্লাহ অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন'।[৪৮] আল্লাহ সেদিন জাহান্নামকে বলবেন, هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ؟ 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে আরও কি আছে? *(ক্বা-ফ ৫০/৩০)*। অবশেষে আল্লাহ জাহান্নামে স্বীয় পা রাখবেন। তখন তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলে যাবে ও বলবে যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[৪৯]

---

৪৭. বুখারী হা/৬৫৫৭; মুসলিম হা/২৮০৫; মিশকাত হা/৫৬৭০, রাবী আনাস (রাঃ)।
৪৮. মুসলিম হা/২৯৬৭; মিশকাত হা/৫৬২৯ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা' অধ্যায়, পৃ. ১১৬-১৭।
৪৯. বুখারী হা/৬৬৬১; মুসলিম হা/২৮৪৮; মিশকাত হা/৫৬৯৫, রাবী আনাস (রাঃ)।

Contents

হাযারে ৯৯৯ জন জাহান্নামী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! আদম বলবেন, আমি হাযির, আমি প্রস্তুত! অতঃপর ঘোষণা করা হবে, আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হ’তে জাহান্নামের দিকে একদলকে বের করে নিন। আদম বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! তাদের সংখ্যা কত? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন।[৫০]

‘জাহান্নামীদের মধ্যে প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন বাদে বাকী ১ জনের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদী হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। রাবী বলেন, এ কথা শুনে আমরা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে উঠলাম’।[৫১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ– ‘জান্নাতীদের ১২০টি সারি হবে। তন্মধ্যে ৮০টি হবে এই উম্মতের এবং বাকী ৪০টি হবে পূর্ববর্তী সকল উম্মতের’।[৫২] অর্থাৎ ৬ ভাগের ৪ ভাগ। হ’তে পারে আল্লাহ পাক সদয় হয়ে তার রাসূলকে শেষোক্ত সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এখানে ‘এই উম্মত’ বলতে মুসলিম উম্মাহকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের তাওফীক দান করুন-আমীন!

জান্নাতের পরিচয় (صفة الجنة) :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا– ‘জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান সমস্ত দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সকল নে‘মত থেকে উত্তম’।[৫৩]

---

৫০. বুখারী হা/৪৭৪১; মিশকাত হা/৫৫৪১ ‘হাশর’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
৫১. বুখারী হা/৪৭৪১; মিশকাত হা/৫৫৪১ ‘হাশর’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
৫২. তিরমিযী হা/২৫৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৫৬৪৪, রাবী বুরায়দা আসলামী (রাঃ)।
৫৩. বুখারী হা/৩২৫০; মিশকাত হা/৫৬১৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(২) তিনি বলেন, فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً مِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ– 'জান্নাতের একশত স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। ফেরদৌস হ'ল সর্বোচ্চ স্তর। সেখান থেকেই প্রবাহিত হয় চারটি ঝর্ণাধারা। আর তার উপরেই রয়েছে আল্লাহ্র আরশ। অতএব যখন তোমরা চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে'।[৫৪] উক্ত চারটি ঝর্ণাধারা হ'ল : নির্মল পানি, দুধ, শারাব ও মধু *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

(৩) জান্নাতে মুমিনের জন্য যেসব পুরস্কার রয়েছে, তার কোন তুলনা নেই। হাদীছে কুদ্সীতে আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ)– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ– 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সুখ-সম্ভার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি, মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি'। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এ বিষয়ে তোমরা চাইলে পাঠ কর, 'কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।[৫৫]

জান্নাতীদের নমুনা :

(১) বনু ইস্রাঈলের হাবীব নাজ্জারকে যখন তার অবিশ্বাসী কওম হত্যা করে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তখন তিনি সেখানে গিয়ে বলেন, يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ– بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ– 'হায়! আমার কওম যদি জানতো'! 'একথা যে, আমার প্রতিপালক আমাকে

---

৫৪. তিরমিযী হা/২৫৩১; মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, রাবী উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ)।

৫৫. বুখারী হা/৪৭৭৯; মুসলিম হা/২৮২৫; মিশকাত হা/৫৬১২, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন' *(ইয়াসীন ৩৬/২৬-২৭)*। (২) ঈমান কবুলকারী জাদুকরদের হুমকি দিয়ে ফেরাউন যখন বলেছিল, فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَّلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ– 'শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণতি জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব' *(৪৯)*। জবাবে জাদুকররা বলেছিল, لاَ ضَيْرَ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُوْنَ– إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَآ أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব' *(৫০)*। 'আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। কেননা আমরা (ক্বিবতীদের মধ্যে) ঈমান আনয়নকারীদের অগ্রগামী' *(শো'আরা ২৬/৪৯-৫১)*।[৫৬] সকল ভয় ও দ্বিধা-সংকোচের ঊর্ধ্বে উঠে কেবলমাত্র মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির মুখেই এটি বলা শোভা পায়। সেকারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, أَصْبَحُوْا سَحَرَةً وَأَمْسَوْا شُهَدَاءَ 'সকালে যারা ছিল জাদুকর, সন্ধ্যায় তারা হ'ল শহীদ' *(নবীদের কাহিনী ২/৪৭)*। মূলতঃ এটাই হ'ল প্রকৃত মা'রেফাত, যা যেকোন ভয়-ভীতির মুকাবিলায় মুমিনকে অবিচল রাখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায়। *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বেহামদিহী।*

(৩) অন্যদিকে জাদুকরদের মুকাবিলায় মূসা ও হারূণের বিজয়ের খবর শুনে ফেরাউনের নেককার স্ত্রী ও মূসার পালক মাতা আসিয়া বিনতে মুযাহিম দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহ্র উপরে তার ঈমান ঘোষণা করেন। তখন ফেরাউন তাকে মর্মান্তিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। এসময় আসিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ– 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাউন ও তার দুস্কৃতি থেকে মুক্তি দাও' *(তাহরীম ৬৬/১১)*।

---

৫৬. দ্রঃ নবীদের কাহিনী ২/৪৩-৪৪ 'মূসা ও হারূণ' অধ্যায়।

আল্লাহকে দর্শন (رؤية الله) :

ক্বিয়ামতের দিন বিচার শেষে মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বীয় দর্শন দান করবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

'যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি অতিরিক্ত আরও কিছু চাও? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা সমূহকে উজ্জ্বল করেন নি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নূরের পর্দা উন্মোচন করবেন। তখন সবাই আল্লাহ্র চেহারার দিকে তাকাবে। এ সময় তাদের প্রতিপালককে দেখার চাইতে প্রিয়তর কোন বস্তু তাদের নিকটে আর কিছুই হবে না। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، 'যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আরও কিছু অতিরিক্ত (অর্থাৎ আল্লাহ্র দর্শন লাভ)'।[৫৭]

এদিন তারা একদৃষ্টে আল্লাহ্র দিকে তাকিয়ে থাকবে। আল্লাহ বলেন, وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- 'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে'। 'তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একদল লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব?

৫৭. ইউনুস ১০/২৬; মুসলিম হা/১৮১ (২৯৭-৯৮); মিশকাত হা/৫৬৫৬, রাবী ছোহায়েব রূমী (রাঃ)।

Contents

তিনি বললেন, হ্যাঁ। মেঘমুক্ত আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য দেখতে তোমরা কি কোন সমস্যায় পড়? অথবা মেঘমুক্ত রাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমরা কি কোন সমস্যায় পড়? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এদের কোন একটিকে দেখতে যেমন তোমাদের কোন সমস্যা হয় না, তেমনি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না'।[৫৮] বস্তুতঃ এটাই হবে মুমিন বান্দার জন্য সর্বাধিক প্রিয় মুহূর্ত।

আল্লাহ্র দীদার কামনা (رجاء لقاء الله) :

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা সর্বদা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের জন্য উন্মুখ থাকে। আর সেকারণেই আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুর প্রাক্কালে কেবলই বলেছিলেন, - اَللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَي 'হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু'! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম যে, এখন তিনি আর আমাদের পসন্দ করবেন না'।[৫৯]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দীদার ও তার দর্শন কেবল জান্নাতীরাই লাভ করবে, জাহান্নামীরা নয়। আল্লাহ বলেন, كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ- ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ- 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে'। 'অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫-১৬)*।

অনেক মানুষ মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু তাতে আল্লাহ্র দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ঐ মৃত্যু তার জন্য ক্ষতির লক্ষণ। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ- 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না কোন ব্যক্তি কারু কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং বলবে, হায় যদি আমি

---

৫৮. বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩ (৩০২); মিশকাত হা/৫৫৭৮, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

৫৯. বুখারী হা/৬৩৪৮; মুসলিম হা/২৪৪৪; মিশকাত হা/৫৯৬৪; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৪৩ পৃ.।

তোমার স্থানে হ'তাম! অথচ তার মধ্যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না'।[৬০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِلاَّ الْبَلاَءُ 'তার মধ্যে দ্বীন থাকবে না বিপদের ভয় ব্যতীত'।[৬১] অর্থাৎ আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য সে মৃত্যু কামনা করবে না। বরং দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সে মৃত্যু কামনা করবে। এরূপ মৃত্যু আদৌ আল্লাহ্র কাম্য নয়।

বস্তুতঃ দুনিয়াদাররা দুনিয়া ছাড়তে চায় না। তারা এখানকার ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ থেকে বের হ'তে চায় না। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে ভালবাসেন। তারা এখানকার কষ্ট-মুছীবতকে হাসিমুখে বরণ করেন আখেরাতে চিরস্থায়ী শান্তি লাভের জন্য। এ কারণেই বলা হয়েছে, اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ– 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ও কাফেরের জন্য জান্নাত সদৃশ'।[৬২] আর তাই মুমিন দ্রুত দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে যেতে চায় তার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভের জন্য। ঠিক যেমন কারাবন্দী বা প্রবাসী ব্যক্তি পাগলপারা হয়ে ছুটে আসে তার পরিবার ও প্রিয়তম সাথীদের কাছে। এখানে মৃত্যু কামনা নয়। বরং প্রিয়তমের দীদার কামনাই মুখ্য। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,–مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতকে অপসন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন'।[৬৩] ফলে আল্লাহ যে কাজ পসন্দ করেন, মুমিন সর্বদা সে কাজেই লিপ্ত থাকে। যে কাজ তিনি পসন্দ করেন না, মুমিন সে কাজ কখনই করে না। যদিও শয়তান তাকে তা করার জন্য বারবার প্রলুব্ধ করে।

আল্লাহ বলেন, ...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا– '...অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে। সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। অর্থাৎ লোক দেখানো বা লোককে শুনানোর জন্য ইবাদত না করে, বরং সে যেন খালেছ অন্তরে স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী

৬০. আহমাদ হা/১০৮৭৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৫৭৮।
৬১. মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪৪৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৬২. মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৬৩. বুখারী হা/৬৫০৮; মুসলিম হা/২৬৮৩; মিশকাত হা/১৬০১, রাবী উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ)।

করার জন্য ইবাদত করে। নইলে সেটা 'রিয়া' হবে, যা ছোট শিরক।[৬৪] যা হ'ল কবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ। যার ফলে উক্ত লোক দেখানো ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না।

সেদিন খুশীমনে মুমিন বান্দা তার প্রতিপালকের সামনে নেকীর ডালি নিয়ে সে হাযির হবে। অন্যদিকে তার প্রতিপালক খুশী হয়ে তাকে পুরস্কারের ডালি ভরে দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ- 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। বস্তুতঃ এটিই ছিল বান্দার প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ বাণী। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র ৭ বা ২১ দিন পূর্বে নাযিল হয় *(কুরতুবী)*। শুধু তাই নয়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ মুমিনদের 'সালাম' দিবেন। যেমন বলা হয়েছে, سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ- 'অসীম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তাদেরকে 'সালাম' বলে সম্ভাষণ জানানো হবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*।

পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা এ পৃথিবীকে মুমিন তার জন্য পরীক্ষাস্থল মনে করে। আল্লাহ তাকে পরীক্ষার জন্য যতদিন চাইবেন, ততদিন সে এখানে থাকবে সর্বোচ্চ ধৈর্য্যের সাথে, সর্বোচ্চ নেকী সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَآءَ عَمَلُهُ- 'কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন, যার বয়স বৃদ্ধি পেল এবং আমল সুন্দর হ'ল। পুনরায় সে জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে মন্দ? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার বয়স বৃদ্ধি পেল এবং আমল মন্দ হ'ল'।[৬৫]

---

৬৪. আহমাদ হা/২৩৬৮৬; মিশকাত হা/৫৩৩৪ রাবী মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ); ছহীহাহ হা/৯৫১।
৬৫. আহমাদ হা/২০৪৩১; তিরমিযী হা/২৩৩০; মিশকাত হা/৫২৮৫, রাবী আবু বাকরাহ (রাঃ)।

মাঝে-মধ্যে আল্লাহ তার নেককার বান্দাদের কঠিন বিপদে ফেলেন বা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন, তাকে সাবধান করার জন্য। যাতে সে আবার পূর্ণোদ্যমে নেকী অর্জনে লিপ্ত হয়। জান্নাতের সর্বোচ্চ 'তাসনীম' ঝর্ণার মিশ্রণযুক্ত পানীয় লাভের জন্য সে যেন প্রতিযোগিতা করে। যেমন আল্লাহ বলেন, تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ- يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ- خِتَامُهُ مِسْكٌ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ- وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ- 'তুমি তাদের চেহারাসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা দেখতে পাবে' *(২৪)*। 'তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে' *(২৫)*। 'তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(২৬)*। 'আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের' *(২৭)*। 'এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে পান করবে নৈকট্যশীলগণ' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৪-২৮)*।

ইখলাছপূর্ণ সৎকর্মের উপর মৃত্যুবরণ

(الوفاة على العمل الصالح مع الإخلاص)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ- 'শেষ আমলের উপরেই পরিণাম নির্ধারিত হয়'।[৬৬] অতএব শেষ আমল যদি সুন্দর হয়, তবে সেটি হবে দুনিয়া থেকে সুন্দর বিদায়ের (حُسْنُ الْخَاتِمَةِ) লক্ষণ। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা যার সর্বোচ্চ স্তর। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেওয়া, দ্বীন শেখা ও শেখানো, সমাজকে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সবই নবীদের কাজ। এ পথে নিহত হওয়া বা মৃত্যুবরণ করা, শহীদী মৃত্যুর শামিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ- 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, তবে (মনে রেখ) তারা যা কিছু (দুনিয়ায়)

৬৬. বুখারী হা/৬৬০৭; মিশকাত হা/৮৩, রাবী সাহল বিন সা'দ সা'এদী আনছারী (রাঃ)।

সঞ্চয় করেছে, সবকিছুর চাইতে আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহ অবশ্যই উত্তম' *(আলে ইমরান ৩/১৫৭)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে যদি কেউ নিহত হয় বা মৃত্যুবরণ করে, সেটি হবে তার সুন্দর বিদায়ের নিদর্শন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হ'ল সে ব্যক্তি শহীদ এবং যে আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল সে ব্যক্তি শহীদ'।[৬৭] অনুরূপভাবে আল্লাহ্র পথে হিজরত করা, দাওয়াতে বের হওয়া, হজ্জ বা ওমরায় গমন করা, আল্লাহ্র পথে কষ্ট ভোগ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হ'ল সর্বোত্তম মৃত্যু সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে আল্লাহ্র নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ...ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে... ও তার উপরেই জীবন শেষ হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একদিন ছিয়াম পালন করে ও তার উপরেই জীবন শেষ হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বা করে ও তার উপরেই জীবন শেষ হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৬৮] আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا– 'আর যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে, তার পুরস্কারের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নিসা ৪/১০০)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ্র কাজে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করলে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাত লাভে ধন্য হবে।

---

৬৭. আহমাদ হা/২৮৫, ১০৭৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৯১০; মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৬৮. আহমাদ হা/২৩৩৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৫, রাবী হুযায়ফা (রাঃ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা তার জন্য খালেছ না হয় এবং যা স্রেফ তাঁর চেহারা অন্বেষণের লক্ষ্যে না হয়’।[৬৯]

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইখলাছপূর্ণ নেক আমলের উপর মৃত্যুবরণ করা আখেরাতে মুক্তির লক্ষণ। অতএব সর্বদা নেক আমলের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করা কর্তব্য। কেননা মৃত্যু যেকোন সময় এসে যেতে পারে। আর সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা আত্মশুদ্ধিতা অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

আমল কবুলের পূর্বশর্ত :

রিয়া ও কপটতাপূর্ণ সৎকর্ম কোন সৎকর্ম নয়। কেননা আমল কবুলের পূর্বশর্ত হ’ল তিনটি : (১) ছহীহ আক্বীদা, যাতে শিরক থাকবে না (২) ছহীহ তরীকা, যেখানে বিদ‘আত থাকবে না এবং (৩) ইখলাছে আমল, যেখানে ‘রিয়া’ থাকবে না।

মৃত্যুর চিন্তা আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে ও ঈমান বৃদ্ধি করে

(ذكر الموت ينشئ التقوى ويزيد الإيمان)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্ভবতঃ কবরপূজার শিরকের কথা ভেবে প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরে অনুমতি দিয়ে বলেন, نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ– ‘আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা যিয়ারত কর’। ‘কেননা এটি তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে’।[৭০] তিনি বলেন, مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِّثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ– ‘যে ব্যক্তি ঈমানের

---

৬৯. নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহাহ হা/৫২, রাবী আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)।
৭০. মুসলিম হা/৯৭৭, ৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬২, ১৭৬৩; রাবী বুরাইদা ও আবু হুরায়রা (রাঃ)।

সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন মুসলিম মাইয়েতের জানাযার অনুসরণ করে এবং ছালাতে অংশগ্রহণ করা পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকে ও দাফন কার্য শেষ করে, সে ব্যক্তি দুই ক্বীরাত্ব সমপরিমাণ নেকী নিয়ে ফিরে আসে। এক ক্বীরাত্ব হ'ল ওহোদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করে, অতঃপর দাফনের পূর্বে ফিরে আসে, সে ব্যক্তি এক ক্বীরাত্ব পরিমাণ নেকী নিয়ে ফিরে আসে'।[৭১]

জানাযায় অংশগ্রহণ করলে নিজের জানাযার কথা স্মরণ হয়। অন্যকে কবরে শোয়ানো দেখে নিজের কবরে শোয়ার কথা মনে পড়ে। অন্যের অসহায় চেহারা দেখে নিজের মৃত্যুকরুণ চেহারার কথা মনের মধ্যে উদয় হয়। যাতে মানুষের অহংকার চূর্ণ হয় এবং সে বিনয়ী হয়। অতঃপর সে পরপারে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, خَطَّ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خُطُوْطًا فَقَالَ : هَذَا الأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ- 'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতগুলি দাগ কাটলেন। অতঃপর বললেন, 'এটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও এটি তার মৃত্যু। এর মধ্যেই মানুষ চলতে থাকে। এক সময় সে তার মৃত্যুর দাগের নিকটে এসে যায়'।[৭২] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ- 'তুমি দুনিয়াতে বসবাস কর যেন তুমি একজন আগন্তুক বা একজন মুসাফির'। রাবী ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ- 'যখন তুমি সন্ধ্যা করবে, তখন আর সকালের অপেক্ষা করো না। যখন সকাল করবে, তখন আর সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তুমি তোমার অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও'।[৭৩]

---

৭১. বুখারী হা/৪৭; মুসলিম হা/৯৪৫; মিশকাত হা/১৬৫১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৭২. বুখারী হা/৬৪১৮; মিশকাত হা/৫২৬৯।
৭৩. বুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪।

নেককার ও বদকার প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেকেই কবরে যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কেউ আগুনের খোরাক হবে এবং কেউ জান্নাতের সুবাতাস পেয়ে ধন্য হবে। কেউ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অন্ধ-বধির এক ভয়ংকর ফেরেশতার প্রচণ্ড হাতুড়িপেটা খাবে, কেউ জান্নাতের সুগন্ধিতে নব বিবাহিতের ন্যায় সুখনিন্দ্রায় ঘুমিয়ে যাবে। কেউ সংকীর্ণ কবরে পিষ্ট হবে। কারু জন্য কবর প্রশস্ত ও আলোকিত হবে। আবার কারু জন্য সেটি জাহান্নামের অগ্নিসজ্জা হবে। অতএব বুদ্ধিমান মানুষের সাবধান হওয়া উচিত।

জ্ঞানী মানুষদের কিছু উক্তি

(بعض أقوال الحكماء)

(১) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ক্বায়েস বিন আবু হাযেম (মৃ. ৯৮ হি.) বনু উমাইয়াদের জনৈক খলীফার দরবারে গেলে তিনি বলেন, হে আবু হাযেম! আমাদের কি হ'ল যে আমরা মৃত্যুকে অপসন্দ করছি? জওয়াবে তিনি বলেন, এটা এজন্য যে, আপনারা আপনাদের আখেরাতকে নষ্ট করছেন ও দুনিয়াকে আবাদ করছেন। সেকারণ আপনারা আবাদী স্থান থেকে অনাবাদী স্থানে যেতে চান না'।[৭৪] (২) খ্যাতনামা তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, হে আদম সন্তান! মুমিন ব্যক্তি সর্বদা ভীত অবস্থায় সকাল করে, যদিও সে সৎকর্মশীল হয়। কেননা সে সর্বদা দু'টি ভয়ের মধ্যে থাকে। (ক) বিগত পাপ সমূহের ব্যাপারে। সে জানেনা আল্লাহ সেগুলির বিষয়ে কি করবেন। (খ) মৃত্যুর ভয়, যা এখনো সামনে আছে। সে জানেনা আল্লাহ তখন তাকে কোন পরীক্ষায় ফেলবেন। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে, যে এগুলি বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে...এবং নিজেকে প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ'তে বিরত রাখে'।[৭৫] (৩) তিনি বলতেন, দুনিয়া তিনদিনের জন্য। গতকাল, যে তার আমল নিয়ে চলে গেছে। আগামীকাল, সেটা তুমি না-ও পেতে পার। আজকের দিন, এটি তোমার জন্য। অতএব তুমি এর মধ্যে আমল কর'।[৭৬]

---

৭৪. আয়মান আশ-শা'বান, কায়ফা আছবাহতা (রিয়ায : মাকতাবা কাওছার ১৪৩৫/২০১৪), উক্তি সংখ্যা ৯, পৃ. ১২; ইবনু 'আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হি.), তারীখু দিমাশ্ক্ব ২২/৩০ পৃ.। অত্র বইয়ে ৮১টির অধিক উক্তি সংকলিত হয়েছে।

৭৫. ঐ, উক্তি সংখ্যা ১০, পৃ. ১৩; ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি.), আদাবুল হাসান বাছরী ১২৩ পৃ.।

৭৬. الدُّنْيَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ: أَمَا أَمْسِ فَقَدْ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ وَأَمَّا غَدًا فَلَعَلَّكَ لاَ تُدْرِكُهُ وَالْيَوْمُ فَاعْمَلْ فِيهِ- ঐ, উক্তি সংখ্যা ৩৯, পৃ. ৩৩; ইবনু আবিদ্দুনিয়া (মৃ. ২৮১ হি.), আয-যুহদ, ক্রমিক ৪৫৮, পৃ. ১৯৭।

(৪) জনৈক ব্যক্তি তাকে কুশল জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন থাকবে, যে সকাল-সন্ধ্যা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে? সে জানেনা আল্লাহ তার সাথে কি ব্যবহার করবেন'।[৭৭] (৫) তিনি যখন কোন জানাযা পড়াতেন, তখন কবরের মধ্যে উঁকি মেরে জোরে জোরে বলতেন, কত বড়ই না উপদেশদাতা সে। যদি সে জীবিত অন্তরগুলিকে তার অনুগামী করতে পারত![৭৮] (৬) তাঁকে একদিন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি কেমন আছেন? জবাবে তিনি মুচকি হেসে বলেন, তুমি আমাকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? আচ্ছা ঐ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যারা একটি নৌকায় চড়ে সাগরে গেছে। অতঃপর মাঝ দরিয়ায় গিয়ে তাদের নৌকা ভেঙ্গে গেছে। তখন তারা যে যা পেয়েছে সেই টুকরা নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। লোকটি বলল, সেতো এক ভয়ংকর অবস্থা। হাসান বাছরী বললেন, আমার অবস্থা তাদের চাইতে কঠিন'।[৭৯]

(৭) তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' আযদী আল-বাছরী (মৃ. ১২৩ হি.) সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম (৪৯-৯৬ হি.)-এর সঙ্গে খোরাসানে সাক্ষাৎ করলে তাঁকে বলা হ'ল, আপনি কিভাবে সকাল করেছেন? জবাবে তিনি বলেন, 'আমার মৃত্যু নিকটবর্তী, আকাংখা দূরবর্তী, আমল মন্দ'।[৮০] (৮) আরেকবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কিভাবে সন্ধ্যা করেছেন? জবাবে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যে ব্যক্তি প্রতিদিন পরকালের পথ পাড়ি দিচ্ছে এক এক মনযিল করে?[৮১]

---

৭৭. يَا أَبَا سَعِيْدٍ كَيْفَ أَنْتَ وَكَيْفَ حَالُكَ قَالَ كَيْفَ حَالُ مَنْ أَمسَى وأَصبَحَ يَنْتَظِرُ الموتَ ولا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ بِهِ– ঐ, উক্তি সংখ্যা ৪৯, পৃ. ৩৯; ইবনু হিব্বান (মৃ. ৩৫৪ হি.), রওযাতুল উক্বালা ৩২ পৃ.।

৭৮. –يَا لَهَا مِنْ عِظَةٍ يَا لَهَا مِنْ عِظَةٍ– وَمَدَّ صَوْتَهُ بِهَا– لَوْ وَافَقَتْ قَلْبًا حَيًّـــا– ঐ, উক্তি সংখ্যা ৭৯, পৃ. ৫১-৫২; ইবনু আবিদ্দুনিয়া, ক্বাছরুল আমাল (قصر الأمل) ১৪৫ পৃ.।

৭৯. ঐ, উক্তি সংখ্যা ১৭, পৃ. ২০; আবুবকর আল-মারূযী (মৃ. ২৭৫ হি.), আখবারুশ শুয়ূখ ওয়া আখলাকুহুম ১৮৩ পৃ.।

৮০. –قَرِيبًا أَجَلِي، بَعيدًا أَمَلِي، سَيِّئًا عَمَلِي– ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ৫৬/১৫৭।

৮১. –ما ظَنُّكَ برجلٍ يَرْتَحِلُ إلى الآخرة كُلَّ يومٍ مَرْحلـــةً– ঐ, উক্তি সংখ্যা ২০, পৃ. ২২; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ৫৬/১৬৯ পৃ.। ইতিহাস গ্রন্থটি মোট ৭০ খণ্ডে সমাপ্ত।

Contents

(৯) ছাহাবী আবুদ্দারদা (হি. পূ. ৫৪-৩২ হি.) বলেন, তিনজন লোককে দেখলে আমার হাসি পায়। (ক) দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষী। অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজছে (খ) উদাসীন ব্যক্তি। অথচ আল্লাহ তার থেকে উদাসীন নন। (গ) অট্টহাস্যকারী। অথচ সে জানেনা যে, সে আল্লাহকে খুশী করতে পেরেছে না ক্রুদ্ধ করেছে? অতঃপর তিনি বলেন, তিনটি বস্তু আমাকে কাঁদায়। (ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। (খ) মৃত্যুকালের ভয়ংকর অবস্থা। (গ) আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। যেদিন গোপন বস্তু সমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আমি জানিনা আমি জান্নাতে যাব, না জাহান্নামে যাব'।[৮২] (১০) বিখ্যাত তাবেঈ ও কূফার দীর্ঘ ষাট বছরের প্রধান বিচারপতি ক্বাযী শুরাইহ-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল আপনি আজ কিভাবে সকাল করেছেন? তিনি বললেন, এমন অবস্থায় যে, অর্ধেক মানুষ আমার উপর চরম ক্ষুব্ধ'।[৮৩]

---

৮২. أَضْحَكَنِي ثَلاَثٌ وَأَبْكَانِي ثَلاَثٌ: أَضْحَكَنِي مُؤَمِّلُ دُنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ، وَغَافِلٌ وَلَيْسَ بِمَغْفُوْلٍ عَنْهُ وَضَاحِكٌ بِملْءِ فِيهِ وَلاَ يَدْرِي أَرْضَى اللهَ أُمْ أَسْخَطَهُ؟ وَأَبْكَانِي فِرَاقُ الْأَحِبَّةِ مُحَمَّدٍ وَحِزْبِهِ وَهَوْلُ الْمَطْلَعِ عِنْدَ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ تَبْدُوَ السَّرِيرَةُ عَلاَنِيَةً، ثُمَّ لاَ أَدْرِيْ إِلَى الْجَنَّةِ أَمْ إِلَى النَّارِ؟ ঐ, উক্তি সংখ্যা ২০, পৃ. ২২; ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.), আয-যুহদ (বৈরূত), ক্রমিক ২৪৯, পৃ. ১/৮৪।

৮৩. أَصْبَحْتُ وَنِصْفُ النَّاسِ عَلَيَّ غِضَابٌ ঐ, উক্তি সংখ্যা ২৩, পৃ. ২৩; আবু সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী (৩১৯-৩৮৮ হি.), গারীবুল হাদীছ ১/৫০৩।
কূফার খ্যাতনামা ক্বাযী শুরাইহ ছিলেন অদ্বিতীয় ন্যায়বিচারক হিসাবে প্রসিদ্ধ। একবার এক আসামীর যামিন হওয়ার পর আসামী পালালে যামিনদার নিজের ছেলেকে তিনি জেলে পাঠান ও তার জন্য নিজে জেলখানায় খাবার নিয়ে যান। ক্ষুধার্ত ও রাগান্বিত হ'লে তিনি এজলাস থেকে উঠে যেতেন। একবার একজনকে চাবুক মারলে পরে ভুল বুঝতে পেরে তিনি নিজের পিঠ পেতে দিয়ে তাকে তার বদলা দিয়ে দেন' *(আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৬/১৩১-১৪৪)*। সুয়ূতী বর্ণনা করেন, ক্বাযী শুরাইহ বিন হারিছ বিন ক্বায়েস আল-কিন্দী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। তিনি হযরত ওমর, ওছমান, আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) সহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর যুগ (৭৬-৯৬ হি.) পর্যন্ত একটানা ৬০ বছর বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যুর একবছর পূর্বে দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি নেন। তাঁর মৃত্যুর সন বিষয়ে ৭৮ হি., ৮০, ৮২, ৮৭, ৯৩, ৯৬, ৯৭ ও ৯৯ বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে *(সুয়ূতী, ত্বাবাক্বাতুল হুফ্ফায (কায়রো ১৩৯২/১৯৭৩) জীবনী ক্রমিক ৪২, পৃঃ ২০)*।

Contents

(১১) প্রসিদ্ধ বিদ্বান ফুযায়েল বিন মাসঊদ (১০৭-১৮৭ হি.)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি কেমন আছেন? জওয়াবে তিনি বললেন, যদি তুমি আমার দুনিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তবে আমি বলব যে, দুনিয়া আমাদেরকে যেখানে খুশী নিয়ে চলেছে। আর যদি আখেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাক, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি জানবে যার পাপ বৃদ্ধি পেয়েছে ও নেক আমল কম হয়েছে। যার বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার পরকালের জন্য পাথেয় সঞ্চিত হয়নি। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়নি, তার জন্য বিনত হয়নি, তার জন্য পা বাড়ায়নি, তার জন্য আমলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেনি। অথচ দুনিয়ার জন্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে চলেছে'?[৮৪]

(১২) আবু সুলায়মান দারানী (১৪০-২১৫ হি.) স্বীয় উস্তায উম্মে হারূণকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি কেমন থাকবে যার রূহ অন্যের হাতে'?[৮৫] তিনি আরেকবার তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি মৃত্যুকে ভালবাসেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি কোন ব্যক্তির অবাধ্যতা করলে তার সাক্ষাৎ পসন্দ করি না। তাহ'লে আমি কিভাবে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পসন্দ করব, অথচ আমি তার অবাধ্যতা করছি?[৮৬]

(১৩) জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হ'ল আপনি কিভাবে সকাল করলেন? তিনি বললেন, সকালে আমি আমার রবের দেওয়া রূযী খাই। আর আমি তার শত্রু ইবলীসের আনুগত্য করি'।[৮৭] (১৪) আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (হি. পূ. ৬-৬৩ হি.) বলেন, আল্লাহ্র ভয়ে এক ফোঁটা অশ্রুপাত আমার নিকট এক হাযার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছাদাক্বা করার চাইতে অধিক প্রিয়'।[৮৮]

---

৮৪. প্রাগুক্ত, উক্তি সংখ্যা ২৯, পৃ. ২৭; আবু নু'আইম (৩৩৬-৪৩০ হি.), হিলইয়াতুল আউলিয়া ৮/৮৫-৮৬।

৮৫. يَا أُمَّ هَارُونَ كَيْفَ أَصْبَحْتِ؟ قَالَتْ كَيْفَ أَصْبَحُ مَنْ قَلْبُهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ- ঐ, উক্তি সংখ্যা ৪৫, পৃ. ৩৭; ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব ৭০/২৬৬।

৮৬. أَتُحِبِّيْنَ الْمَوْتَ؟ قَالَتْ لاَ، قُلْتُ لِمَ؟ قَالَتْ لَوْ عَصَيْتُ آدَمِيًّا مَا اشْتَهَيْتُ لِقَاءَهُ، فَكَيْفَ أُحِبُّ لِقَاءَهُ وَقَدْ عَصَيْتُهُ؟ আবু হামেদ আল-গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.), এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৭/১৩৯।

৮৭. كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ أَصْبَحْتُ آكُلُ رِزْقَ رَبِّي وَأُطِيْعُ عَدُوَّهُ إِبْلِيْسَ- প্রাগুক্ত, উক্তি সংখ্যা ৫৭, পৃ. ৪২; গাযালী, ঐ, ৩/১৬৮।

৮৮. لَأَنْ أَدْمَعَ دَمْعَةً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ- বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হি.), শু'আবুল ঈমান হা/৮৪২।

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র ছায়াতলে আশ্রয় পাবে, তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে। অতঃপর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়'।[৮৯] (১৫) তাবেঈ বিদ্বান রবী' বিন খায়ছাম (মৃ. ৬৫ হি.) বাড়ীতে কবর খুঁড়ে রাখতেন। যেখানে তিনি দিনে একাধিকবার ঘুমাতেন। যাতে সর্বদা মৃত্যুর কথা মনে পড়ে'। তিনি বলতেন, 'যদি আমার অন্তর এক মুহূর্ত মৃত্যুর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহ'লে তা আমাকে বিনষ্ট করে দেয়'।[৯০]

(১৬) তাবেঈ বিদ্বান মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ (মৃ. ৯৫ হি.) বলেন, মৃত্যু সচ্ছল ব্যক্তির সুখ-সম্ভোগকে কালিমালিপ্ত করে দেয়। অতএব তুমি এমন সুখের সন্ধান কর, যেখানে কোন মৃত্যু নেই' (অর্থাৎ জান্নাত)।[৯১] (১৭) ইব্রাহীম তায়মী (মৃ. ৯৫ হি.) বলেন, দু'টি বস্তু আমার দুনিয়ার স্বাদ বিনষ্ট করেছে। মৃত্যুর স্মরণ ও আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়'।[৯২] (১৮) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ কা'ব আল-আহবার (মৃ. ৩২ হি.) বলতেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে উপলব্ধি করে, দুনিয়ার বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা সমূহ তার নিকট তুচ্ছ হয়ে যায়'।[৯৩]

(১৯) খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি./৭১৭-৭২০ খৃ.) জনৈক আলেমকে বলেন, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আপনিই প্রথম খলীফা নন, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন। খলীফা বললেন, আরও উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আদম পর্যন্ত আপনার বাপ-দাদাদের এমন কেউ ছিলেন না যিনি মৃত্যুবরণ করেননি। এবার আপনার পালা। একথা শুনে খলীফা কেঁদে ফেলেন'। তিনি প্রতি রাতে আলেম-ওলামাদের

---

৮৯. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ– বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৯০. لَوْ فَارَقَ ذِكْرُ الْمَوْتِ قَلْبِي سَاعَةً فَسَدَ عَلَيَّ– গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৭/১৩৯; আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১১৬।

৯১. গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৭/১৩৯।

৯২. ঐ, ৭/১৩৮।

৯৩. مَنْ عَرَفَ الْمَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وهُمُومُهَا– ঐ, ৭/১৩৮।

নিয়ে বৈঠক করতেন। যেখানে মৃত্যু, ক্বিয়ামত ও আখেরাত নিয়ে আলোচনা হ'ত। তখন তারা এমনভাবে ক্রন্দন করতেন, যেন তাদের সামনেই জানাযা উপস্থিত হয়েছে'।[৯৪] (২০) জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তার এক বন্ধুর নিকটে লেখেন, হে বন্ধু! ইহকালে মৃত্যুকে ভয় কর, পরকালে যাওয়ার আগে। যেখানে তুমি মৃত্যু কামনা করবে, অথচ মৃত্যু হবে না'।[৯৫]

দ্রুত সৎকর্ম সম্পাদন (التعجيل فى العمل الصالح) :

অতএব হে মানুষ! মৃত্যু আসার আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করো। দুনিয়ার চাকচিক্যে ভুলো না। অবিশ্বাসীদের ধোঁকায় পড়ো না। আল্লাহ বলেন, فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا– 'তুমি তাদের বিষয়ে ব্যস্ত হয়ো না। আমরা তো তাদের জন্য নির্ধারিত (মৃত্যুর) সময়কাল গণনা করছি' *(মারিয়াম ১৯/৮৪)*। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাস গণনা করেন। বান্দা কোন্ কাজে সেটি ব্যয় করছে, তার হিসাব রাখেন। সে তার মৃত্যুর দিকে আলোর গতিতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি.মি. বেগে এগিয়ে চলেছে। অতএব হে মানুষ! তুমি দ্রুত সৎকর্ম সম্পাদন কর। অন্যায় করে থাকলে তওবা কর। বলো না যে, কাজটি আমি আগামীকাল করব। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا– إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ اللهُ... 'আর তুমি অবশ্যই কোন বিষয়ে বলো না যে, ওটা আমি আগামীকাল করব'। 'যদি আল্লাহ চান' বলা ব্যতিরেকে...' *(কাহফ ১৮/২৩-২৪)*। তিনি বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকে ভেবে দেখুক আগামীকালের (ক্বিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

---

৯৪. ঐ, ৭/১৩৯।

৯৫. يَا أَخِي إِحْذَرِ الْمَوْتَ فِي هَذِهِ الدَّارِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى دَارٍ تَتَمَنَّى فِيْهَا الْمَوْتَ فَلاَ تَجِدُهُ– ঐ, ৭/১৩৮।

ক্বিয়ামত দিবসে মানুষের অবস্থা

(أحوال الناس يوم القيامة)

(১) আল্লাহ বলেন,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (١٨) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢) قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ (٢٣) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيئًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (٢٦) يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَآ أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (٢٩) خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ (٣٢) إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيْمٌ (٣٥) وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ (٣٦) لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ- (الحاقة ٦٩/١٨-٣٧)-

‘সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ্র সামনে) পেশ করা হবে এবং কোনকিছুই তোমাদের গোপন থাকবে না’ *(১৮)*। ‘অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, এসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ’! *(১৯)* ‘আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, আমি অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হব’ *(২০)*। ‘অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে’ *(২১)*। ‘সুউচ্চ জান্নাতে’ *(২২)*। ‘যার ফলসমূহ থাকবে নাগালের মধ্যে’ *(২৩)*। ‘(বলা হবে) তোমরা খুশীমনে খাও ও পান কর বিগত দিনে যেসব সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদান হিসাবে’ *(২৪)*। ‘পক্ষান্তরে যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! যদি আমাকে এ আমলনামা না দেওয়া হ’ত!’ *(২৫)* ‘যদি আমি আমার হিসাব না জানতাম’! *(২৬)* ‘হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ পরিণতি হ’ত’! *(২৭)* ‘আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না’ *(২৮)*। ‘আমার ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেছে’ *(২৯)*। ‘(তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) শক্তভাবে ধরো ওকে। অতঃপর (হাত সহ)

গলায় বেড়ীবদ্ধ করো ওকে' *(৩০)*। 'অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করাও ওকে' *(৩১)*। 'অতঃপর সত্তুর হাত লম্বা শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধো ওকে' *(৩২)*। 'সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না' *(৩৩)*। 'সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করত না' *(৩৪)*। 'অতএব আজকে এখানে তার কোন বন্ধু নেই' *(৩৫)*। 'আর তার জন্য কোন খাদ্য নেই কেবল দেহনিঃসৃত পূঁজ-রক্ত ব্যতীত' *(৩৬)*। 'যা কেউ খাবে না পাপীরা ব্যতীত' *(হা-ক্বাহ ৬৯/১৮-৩৭)*।

কর্ম যার ফলাফল তার (جزاء العمل لمن عمل) :

মুসলিমগণ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আখেরাতে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ী ফলাফল প্রাপ্ত হবে। যেমন (১) আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ– 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬; জাছিয়াহ ৪৫/১৫)*। (২) তিনি আরও বলেন, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ– 'কেউ কারু বোঝা বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

(৩) আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُورًا– اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا– 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে'। '(সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৩-১৪)*।

(৪) আল্লাহ আরও বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَّلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– 'অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৯)*।

(৫) আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ– وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَـــرًّا يَّـــرَهُ– 'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়' *(৬)*। 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে' *(৭)*। 'আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৬-৮)*।

(৬) তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ– فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ– وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ– فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ– 'অতঃপর যার ওযনের পাল্লা ভারি হবে' *(৬)*। 'সে (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে' *(৭)*। 'আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে' *(৮)*। 'তার ঠিকানা হবে 'হাভিয়াহ' *(ক্বা-রে'আহ ১০১/৬-৯)*। 'হাভিয়াহ' হ'ল জাহান্নামের অন্যতম নাম।

বিচার দিবসের একটি চিত্র :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদের বললেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَّ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ–

‘তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[৯৬]

সেকারণ রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِّأَحَدٍ مِّنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَّ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ- إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ- ‘যদি কেউ তার ভাইয়ের সম্মানহানি করে বা অন্য কোন বস্তুর ব্যাপারে তার প্রতি যুলুম করে, তবে সে যেন আজই তা মিটিয়ে নেয়; সেদিন আসার আগে, যেদিন কোন দীনার ও দিরহাম তার সঙ্গে থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে’।[৯৭]

সেদিন কোন যালেম তার যুলুম গোপন করতে পারবে না। কেননা তার নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ- ‘আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব। আর আমাদের সাথে কথা

৯৬. মুসলিম হা/৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭-২৮ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ।
৯৭. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

বলবে তাদের হাত এবং সাক্ষ্য দিবে তাদের পা, (দুনিয়াতে) যা তারা উপার্জন করেছিল সে বিষয়ে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। এছাড়া তার দেহচর্ম ও ত্বক সাক্ষ্য দিবে *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/২০-২১)*। এমনকি যে মাটিতে সে বিচরণ করত, সে মাটিও তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে *(যিলযাল ৯৯/৪-৫)*।

ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী কে?

আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (١٠٥) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (١٠٦)-

'বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব?' *(১০৩)* 'তারা হ'ল সেই সব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(১০৪)*। 'ওরা হ'ল তারাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তার সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল কর্ম নিস্ফল হয়ে গেছে। ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য মীযানের পাল্লা খাড়া করব না' *(১০৫)*। 'জাহান্নামই তাদের প্রতিফল। কেননা তারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহকে ও আমার রাসূলদেরকে ঠাট্টার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৬)*।

কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আমল আল্লাহ্র নিকটে কবুলযোগ্য নয় :

(১) আল্লাহ বলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوآ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর তার রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের কর্মগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। (২) তিনি বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ

يُحِبُّ الْكَافِرِينَ– 'তুমি বল, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। যদি তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জানুক যে) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। (৩) তিনি আরও বলেন, وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا– 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। কারণ যদি কেউ আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসই না রাখে, তাহ'লে সে তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার পাবে কিভাবে?

শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ :

শিরকের মহাপাপ ব্যতীত আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে চান ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। শিরকের পাপ ক্ষমার অযোগ্য এবং মুশরিকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ– 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। তিনি আরও বলেন, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

বাঁচার পথ হ'ল তওবা :

পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা এ পৃথিবীতে চিন্তা ও কর্মে প্রতি মুহূর্তে কালিমালিপ্ত মানুষকে ঘন ঘন আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ও খালেছ অন্তরে তওবা করা ব্যতীত আখেরাতে মুক্তির কোন পথ নেই। সেকারণ আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই

আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাও, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*। তিনি আরও বলেন,

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ– 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

তওবার শর্তাবলী (شروط التوبة) :

পূর্বের পাপ যদি আল্লাহ্‌র হক বিষয়ে হয়, যেমন আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি আদায় না করা, তাহ'লে আল্লাহ্‌র নিকট খালেছ তওবা করে ফিরে এলে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। শর্ত হ'ল অনুতপ্ত হওয়া, ঐকাজ পরিত্যাগ করা এবং পুনরায় ঐ কাজ না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা। আর যদি সেটি বান্দার হক সম্পর্কিত হয়, তাহ'লে উপরের তিনটির সাথে চতুর্থ শর্তটি হ'ল বান্দার হক বুঝে দেওয়া। তবেই তওবা কবুল হবে, নইলে নয়।[৯৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ৭০ বারের অধিক, অন্য বর্ণনায় ১০০ বার করে তওবার দো'আ পাঠ করতেন'।[৯৯] তওবার দো'আ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ– 'আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আর আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি' (বা তওবা করছি)। আন্তরিকভাবে এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন...'।[১০০]

---

৯৮. নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা ১/১৪ পৃ.; উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২/১৫৩-১৫৪ পৃ.।

৯৯. বুখারী হা/৬৩০৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); মুসলিম হা/২৭০২, রাবী আগার আল-মুযানী (রাঃ); মিশকাত হা/২৩২৩-২৪।

১০০. আবুদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩, রাবী বেলাল, তার পিতা ইয়াসার ও দাদা যায়েদ, রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তদাস।

Contents

সর্বাধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি (الرجل الأكيَس) :

সর্বাধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি, যিনি দুনিয়াকে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ের স্থান হিসাবে গ্রহণ করেন। যেদিন তার সাথে কিছুই থাকবে না কেবল তার আমলটুকু ব্যতীত। যা যথার্থভাবে না থাকলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَجَآءَهُ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ–صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ قَالَ : أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قَالَ فَأَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম করল। অতঃপর জিজ্ঞেস করল, কোন মুমিন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'যে সবচেয়ে চরিত্রবান'। লোকটি বলল, কে সবচাইতে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, 'যে মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাধিক সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তারাই হ'ল বিচক্ষণ'।[১০১] এর কারণ এই যে, মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী এবং মানব জাতির মধ্যে তিনিই হ'লেন একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। যা মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ তাকে স্বচক্ষে দেখিয়েছেন'।[১০২]

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে বসে বললেন, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব রুকূ-সিজদা, ক্বিয়াম ও সালাম ফিরানোর ব্যাপারে তোমরা আমার আগে বেড়ো না। কারণ আমি আমার সম্মুখে ও পিছনে দেখতে পাই। অতঃপর তিনি বললেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলছি, যদি তোমরা দেখতে যা আমি দেখেছি, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম ও কাঁদতে বেশী। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি দেখেছেন? তিনি বললেন, জান্নাত ও জাহান্নাম' *(মুসলিম হা/৪২৬)*।

---

১০১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।
১০২. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২, ১৬৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৫৮৬২-৫৮৬৭ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ।

অতএব জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সকল সৎকর্ম করতে হবে। কবি বলেন,

تَزَوَّدْ مِنْ مَعَاشِكْ لِلْمَعَادِ + وَقُمْ لِلَّهِ وَاعْمَلْ خَيْرَ زَادٍ

وَلاَ تَجْمَعْ مِنَ الدُّنْيَا كَثِيْرًا + فَإِنَّ الْمَالَ يُجْمَعُ لِلنَّفَادِ

أَتَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ رَفِيْقَ قَوْمٍ + لَهُمْ زَادٌ وَأَنْتَ بِغَيْرِ زَادٍ

(১) তুমি পাথেয় সঞ্চয় কর পরকালের জন্য + এবং ইবাদতে দাঁড়াও আল্লাহ্র জন্য। আর কাজ কর উত্তম পুঁজির জন্য। (২) দুনিয়ার জন্য বেশী সঞ্চয় করো না + কারণ মাল জমা করা হয় নিঃশেষ হওয়ার জন্য। (৩) তুমি কি চাও সেই কওমের বন্ধু হ'তে? + যাদের পুঁজি রয়েছে। অথচ তুমি পুঁজিহীন'।[১০৩]

অতএব আসুন! আমরা মৃত্যুর আগেই সাবধান হই এবং পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর জান্নাতী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

॥ জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে

চিরস্থির কবে নীর, এ অবনী পরে ॥

১০৩. কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ বি আহওয়ালিল মাওতা ৩০৬ পৃ.।

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনুঃ (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনুঃ (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ২য় সংস্করণ (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট, ২য় সংস্করণ (২০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

Contents

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা (৪০/=) **২.** শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। **৩.** শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: - ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** দেওয়ালপত্র সমূহ, মোট ৪টি : **(ক)** হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর! (জীবনের সফরসূচী) (৫০/=)।। **(খ)** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **(গ)** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **(ঘ)** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **৪.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৫.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৬.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৭.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **৮.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১০.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১২.** শিশুর আরবী (৩০/=)। **১৩.** শিশুর দ্বীনিয়াত (৩০/=)। **১৪.** এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ মোট ১৬টি।